CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-162 ■ 13 March, 2026 ■ আগরতলা ১৩ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অনিমেষ বিজেপিতে যোগদান

সম্পূর্ণ গুজব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার বিজেপিতে যোগদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ গুজব। ভিত্তিহীন এই খবর নিয়ে অযথা বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছে। আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে দলের কোর কমিটির বৈঠকে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনিমেষ দেববর্মা ও তিপরা মথার কয়েকজন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন এমন খবর আমি সংবাদমাধ্যমে দেখেছি। তবে এ বিষয়ে আমার কাছে কোনো তথ্য নেই। আমার মনে হয় এগুলো গুজব। প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টা ধরে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় যে তিপরা মথা দলে ভাঙন দেখা দিতে পারে এবং বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ সাতজন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। এমনকি কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, অনিমেষ দেববর্মাকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। এ ধরনের খবরকে ভিত্তিহীন বলেই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোর কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

এদিকে, এদিন দলের কোর কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিজেপি নেতা রাজদীপ রায়। বৈঠকে মূলত আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন সাংগঠনিক ও নির্বাচনী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, দলের সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস ও বিপিন দেববর্মা। এছাড়াও দলের সহ-সভাপতি রেবতী ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় বলে জানা গেছে।

মন্ত্রী বা বিধায়ক পদের জন্য জাতির সঙ্গে গদ্দারি করবো না ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। আমাদের লড়াই মন্ত্রী কিংবা বিধায়ক পদের জন্য নয়। আমাদের লড়াই আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ এবং তিপ্রাসাদের অধিকার আদায়ের জন্য। তাই জাতির সঙ্গে কখনো গদ্দারি করবো না। লেম্বুছড়ায় আয়োজিত এক বাইক মিছিলে অংশ নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

আজ লেম্বুছড়া এলাকায় তিপরা মথা দলের উদ্যোগে একটি বাইক মিছিল সংগঠিত হয়।

মিছিলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন স্লোগানের মধ্য দিয়ে এলাকাজুড়ে মিছিলটি পরিক্রমা করে।

মিছিলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য কোনো পদ বা ক্ষমতা লাভ করা

নয়। বরং তিপ্রাসা জনগোষ্ঠীর ন্যায্য অধিকার আদায় এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, আমি কখনোই আমার জাতির সঙ্গে কোনো আপস করব না। এতদিন মানুষ তার ভালোবাসা ও সহানুভূতি দেখেছে, কিন্তু এখন সময় এসেছে আন্দোলনের কঠোরতা দেখানোর।

তিনি দাবি করেন, গরিব তিপ্রাসা মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন এবং কোনো ধরনের ভয় বা চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না।

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আরও বলেন, আমি কাউকে ভয় পাই না। আমার গলা কেটে ফেললেও তিপ্রাসাদের অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপস করব না। একই সঙ্গে তিনি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, তারা যেন ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান এবং আশ্বাস দেন যে তিনি সবসময় তাদের পাশে থাকবেন।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে সর্তকবার্তা রাহুলের সংকট মোকাবিলায় প্রস্তুতির আহ্বান

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ।। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার সতর্ক করে বলেন, আগামী কয়েক মাসে ভারতে বড় ধরনের জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিতে পারে। তাঁর আশঙ্কা, রান্নার গ্যাস, পেট্রোলসহ বিভিন্ন জ্বালানির সরবরাহ বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ভুলের কারণেই দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর মতে, এখনও সরকারের হাতে কিছুটা সময় রয়েছে এবং নাগরিকদের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে অবিলম্বে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন।

রাহুল গান্ধী বলেন, মূল বিষয় হচ্ছে গ্যাস সমস্যা হবে, পেট্রোল সমস্যা হবে এবং সব ধরনের জ্বালানি সমস্যা হতে পারে, কারণ আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এখনও কিছুটা সময় আছে। সরকার এবং প্রধানমন্ত্রীকে এখনই প্রস্তুতি শুরু করা উচিত। যদি প্রস্তুতি না নেওয়া হয়, তাহলে দেশের কোটি কোটি মানুষ বড় ক্ষতির মুখে পড়বেন।

বিশ্ব পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে তা কেবল জ্বালানি সরবরাহের প্রশ্ন নয়, বরং বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্যের একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

তিনি বলেন, এই সংঘাত মূলত বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাকে ঘিরে। এটি শুধু ইরান আমাদের জ্বালানি দেবে কি দেবে না সেই বিষয় নয়, এর চেয়ে অনেক বড় ইস্যু।

রাহুল গান্ধীর মতে, বিশ্ব এখন একটি অস্থির সময়ের দিকে এগোচ্ছে এবং এমন পরিস্থিতিতে দেশের নীতিনির্ধারণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা জরুরি। তিনি সরকারকে সম্ভাব্য পরিস্থিতিগুলি সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমি কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছি না। আমি শুধু বলছি যে সামনে বড় সমস্যা আসতে পারে।

এছাড়াও এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি অভিযোগ করেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কার্যকরভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করতে পারছেন না।

তবে সমালোচনার পাশাপাশি তিনি বলেন, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তা যেন দেশের নিয়ন্ত্রণেই থাকে।

রাহুল গান্ধী বলেন, ভারতের মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তা আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

শেষে তিনি সতর্ক করে বলেন, সরকার যদি এই সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে, তাহলে দেশের জন্য গুরুতর ক্ষতি হতে পারে।

সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে নোটিস আজ সংসদে হবে পেশ

স্বাক্ষর করলেন ১৯৩ বিরোধী সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ ।। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র মোট ১৯৩ জন সাংসদ নোটিসে স্বাক্ষর করেছেন। শুক্রবার সংসদের অন্তত একটি কক্ষে এই নোটিস পেশ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

সূত্রে জানা গেছে, স্বাক্ষরকারী ১৯৩ জন সাংসদের মধ্যে ১৩০ জন লোকসভার এবং ৬৩ জন রাজ্যসভার সদস্য।

তবে প্রথমে কোন কক্ষে নোটিসটি পেশ করা হবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি।

বিরোধী শিবিরের এক সাংসদ জানান, নোটিসে স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে সাংসদদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাক্ষর ইতিমধ্যেই পূর্ণ হওয়ার পরও বৃহস্পতিবার অনেক সাংসদ এগিয়ে এসে নোটিসে স্বাক্ষর করেছেন।

সংসদের নিয়ম অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের দাবিতে নোটিস আনতে হলে লোকসভায় কমপক্ষে ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর প্রয়োজন। একইভাবে রাজ্যসভায় এই ধরনের নোটিস পেশ করার জন্য ন্যূনতম ৫০ জন সাংসদের সমর্থন বাধ্যতামূলক।

ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে রামপদ জমাতিয়ার নাম প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। এনডিএ জোটের পরিষদীয় দলের বৈঠকে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে রামপদ জমাতিয়া'র নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত বৈঠকে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিষদীয় দলের বৈঠকে রামপদ জমাতিয়ার নাম অধ্যক্ষ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা ও নেতৃত্ব আগামী দিনে বিধানসভার কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে সহায়ক হবে বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে রামপদ জমাতিয়াকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সফলতা কামনা করেন। অন্যদিকে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জানান, ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের পরিষদীয় দলের বৈঠকে ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ পদে রামপদ জমাতিয়ার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। এই উপলক্ষে তিনি রামপদ জমাতিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং আগামীর দায়িত্ব পালনে তাঁর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। রাজীব ভট্টাচার্য আরও বলেন, রামপদ জমাতিয়ার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আগামী দিনে ত্রিপুরা বিধানসভার কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত, গতিশীল ও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদী।

প্রসঙ্গত, অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে ত্রিপুরা বিধানসভার ওই পদ শূণ্য হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল ওই দায়িত্ব পালন করছিলেন।

অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে ঊনকোটি জেলা সভাপতি সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগে উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার বিজেপির বিজেওয়াইএম-এর জেলা সভাপতি অরূপ ধরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রদেশ বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি অমিত রক্ষিত নোটিশ জারি করেছে। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়। এরপর ভারতীয় জনতা পার্টি—এর ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির নির্দেশে সংশ্লিষ্ট তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জারি করা নির্দেশে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে, যা দলের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই লিখিত ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত রাখা হবে।

অভিযুক্ত নেতাকে আগামী ১৮ মার্চের মধ্যে আগরতলার প্রদেশ কার্যালয়ে লিখিতভাবে নিজের ব্যাখ্যা জমা দিতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাখ্যা না দিলে দলীয় সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

আজ রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। আজ থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। চলবে ২৫ মার্চ পর্যন্ত। প্রথম দিন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হবে। তারপর প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনার পর সেদিনের জন্য অধিবেশন মুলতুবি করা হবে। আগামী ১৬ মার্চ অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ২০২৬-২৭ সালের বাজেট পেশ করবেন। তাছাড়া এইবারের অধিবেশন মোট তিনটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর উপনির্বাচন

গণনা কেন্দ্র পরিদর্শনে কমিশনরের দল, জেলাশাসক কার্যালয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ মার্চ ।। আসন্ন ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ের তদারকি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই লক্ষ্যেই উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের প্রধান সচিব এন. টি. ভুটিয়া এবং সচিব সন্তোষ কুমার দুবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় উত্তর ত্রিপুরার জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও), পুলিশ সুপার (এসপি), ধর্মনগরের মহকুমা শাসক (এসডিএম) সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, বুথভিত্তিক প্রস্তুতির অগ্রগতি এবং নির্বাচন আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

পাশাপাশি জেলার নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বর্তমান প্রস্তুতির অগ্রগতির রিপোর্টও গ্রহণ করেন কমিশনের প্রতিনিধিরা।

বৈঠক শেষে কমিশনের প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত ভোট গণনা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। গণনার দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সঠিকভাবে রয়েছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন এন. টি. ভুটিয়া এবং সন্তোষ কুমার দুবে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উপনির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এই সফরের পর প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোট প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

বিলোনিয়ায় ৩টি কালীবাড়ির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ

রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। সাংসদ ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের আবেদনে সাড়া দিয়ে বিলোনিয়ার যোগমায়া কালী বাড়ী, মুহুরীপুরের রাজ রাজেশ্বরী কালী বাড়ী এবং সাব্রুমের দৈত্যেশ্বরী কালী বাড়ীর পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। এই বিষয় জানিয়ে সাংসদ শ্রী দেবকে অবগত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

জানা গেছে, বিলোনীয়ার যোগমায়া কালীবাড়ি, মুহুরীপুরের রাজ রাজেশ্বরী কালীবাড়ি এবং সাব্রুমের দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ির পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন সাংসদ। সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট মন্দিরগুলির পরিকাঠামো উন্নত হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় পর্যটনের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবপ আশা প্রকাশ করেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার আরও বহু ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানের উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

ইফতারি নিয়ে বাকবিতন্ডা শ্বশুরবাড়িতে আক্রান্ত মা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। রমজান মাসে ইফতারি দেওয়াকে কেন্দ্র করে গৃহবধূ ও তার মায়ের উপর মারধরের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে চুরাইবাড়ি থানা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগর মহকুমার শাকাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মুজিবুর রহমান-এর মেয়ে সালেখা বেগম-এর সঙ্গে প্রায় নয় বছর আগে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় চুরাইবাড়ি থানাধীন ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মিছির আলি-র।

মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি অনুযায়ী রমজান মাসে অনেক সময় মেয়ের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে ইফতারি পাঠানো হয়। যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়, বরং আন্তরিকতার অংশ হিসেবেই পালন করা হয়। সেই অনুযায়ী গত ১০ মার্চ সালেখা বেগমের মা ইফতারি নিয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যান।

অভিযোগ, ইফতারি দেওয়া দেরি হওয়া নিয়ে জামাই মিছির আলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং কেন পঞ্চম রমজানের মধ্যে ইফতারি দেওয়া হলো না তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে স্বামী, ননদ ও শাশুড়ি মিলে সালেখা বেগম ও তার মাকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। এতে মা ও মেয়ে দুজনেই গুরুতরভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ মার্চ ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার পতিছড়ি ড্রপ গেইট এলাকায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জাতীয় সড়কের পাশে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বুধবার রাতে শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীর কাছে খবর আসে যে পতিছড়ি ড্রপ গেইট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেট বিভ্রাটে গ্যাস বুকিং বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে ভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ ।। সার্ভার সমস্যার কারণে রান্নার গ্যাস বুকিং বন্ধ হয়ে পড়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ ভোক্তারা। রাজ্যের বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার মজুদ থাকলেও সার্ভার কাজ না করায় ভোক্তারা গ্যাস সংগ্রহ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, গত তিনদিন ধরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। গ্যাস সংগ্রহের জন্য ভোক্তারা এজেন্সিগুলিতে গেলেও সার্ভার না থাকায় গ্যাস বুকিং করা যাচ্ছে না। ফলে বুকিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় এজেন্সিগুলিও ভোক্তাদের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন গ্যাস এজেন্সিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সিলিন্ডার মজুদ রয়েছে। তবুও শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে ভোক্তাদের হাতে গ্যাস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কবে নাগাদ সার্ভার স্বাভাবিক হবে সে বিষয়ে এজেন্সিগুলিও স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে পারছে না।

এই পরিস্থিতিতে ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, বাড়িতে গ্যাস মজুদ না থাকায় রান্না করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক পরিবার বাধ্য হয়ে চড়া দামে কেরোসিন সংগ্রহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

13-03-2026, 00:33

জাগরণ
আগরতলা,১৩ মার্চ, ২০২৬ ইং
২৮ ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব

ইরান ও পাকিস্তানের চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক অত্যন্ত কৌশলী ও কড়া অবস্থান নিয়াছে। ভারতের এই প্রতিক্রিয়াকে অনেকেই পাকিস্তানের জন্য একটি ”মোক্ষম জবাব” হিসেবে দেখিতেছেন।পাকিস্তান যখন ইরানের হামলাকে ”সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন” বলিয়া চিৎকার করিতেছে, তখন ভারত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনো আপস নাই। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানাইয়াছে। ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ”জিরো টলারেন্স” নীতিতে বিশ্বাসী।দেশগুলো যখন নিজেদের আত্মরক্ষার্থে কোনো পদক্ষেপ নেয়, ভারত সেই প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে।এই বক্তব্যের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভারত ইরানের হামলাকে সমর্থন করিতেছে, কারণ ইরান দাবি করিয়াছিল তাহারা পাকিস্তানের মাটিতে থাকা জঙ্গি ঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া হামলা চালাইয়াছে।পাকিস্তান বারবার আন্তর্জাতিক মহলে নিজেকে ”আক্রান্ত” হিসাবে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। এর জবাবে দিল্লি জানাইয়াছে:দশকের পর দশক ধরিয়া পাকিস্তান নিজেই সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা।নিজেদের অপকর্মের জন্য অন্যকে দোষারোপ করা পাকিস্তানের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।মিথ্যা গল্প শুনাইয়া পাকিস্তান বিশ্বকে আর বোকা বানাইতে পারিবে না।ভারত এই সংঘাতকে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী বিষয় হিসেবে বর্ণনা করিয়াছে। তবে ইরানের সাথে ভারতের কৌশলগত সম্পর্ক (যেমন চাবাহার বন্দর) এবং পাকিস্তানের সাথে ভারতের দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে, দিল্লির এই ”নিরপেক্ষতা” আসলে পাকিস্তানের ওপর মানসিক চাপ তৈরির একটি কৌশল।দিল্লি বুঝাইয়া দিয়াছে যে, যাহারা অন্য দেশে সন্ত্রাস রপ্তানি করে, তাহাদের সার্বভৌমত্বের দোহাই দেওয়া মানায় না। ভারতের এই স্পষ্ট এবং কঠোর মন্তব্য পাকিস্তানকে বিশ্বমঞ্চে আরও কোণঠাসা করিয়াছে।

পাকিস্তানের প্রতিবেশি দেশ ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইজরায়েলের তুঙ্গে সংঘাত। মধ্যপ্রাচ্যে এই যুদ্ধের জের গোটা বিশ্বে পড়িতে শুরু করিয়াছে। তারফলে জ্বালানি সংকট, ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে। এদিকে, এই যুদ্ধ শুরুর কিছুদিন আগে, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র এক সংঘাত বাঁধে। দুই দেশের মধ্যে থাকা সীমান্তের ডুরান্ড লাইন এই যুদ্ধের মূল কারণ। এদিকে, সেই আফগানিস্তান বনাম পাকিস্তান যুদ্ধ প্রসঙ্গকে টানিয়াও ইসলামাবাদ ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়। সেই প্রসঙ্গে এবার ইসলামাবাদকে মোক্ষম জবাব দিল দিল্লি। দিল্লির তরফে পাকিস্তানের অভিযোগকে কার্যত নস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দিল্লি বলিয়াছে, ‘আমরা এই ধরণের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করি। পাকিস্তানের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহারা তাহাদের অপকর্মের জন্য ভারতকে দোষারোপ করিতেছে। কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে, সীমান্ত সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্য। যতই গল্প বলা হোক না কেন, এই বাস্তবতা বদলাইতে পারিবে না, পাকিস্তানের এই ধারণার দ্বারা কেউ বোকা বানাইবে না।’২১শে ফেব্রুয়ারি আফগান ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে ইসলামাবাদের পদক্ষেপের পর, ২৭শে ফেব্রুয়ারি আফগান বাহিনী পাকিস্তানি সামরিক স্থাপনাগুলির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযান শুরু করিলে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়। এরপর থেকেই দুই দেশের মধ্যে তুমুল সংঘাত শুরু হইয়া যায়।আফগানিস্তানের আক্রমণের পর, পাকিস্তান একাধিক সীমান্ত সেক্টরে আফগান বাহিনীর বিনা উস্কানিতে গুলিবর্ষণ এর প্রতিক্রিয়ায় ”অপারেশন গাজাব লিল-হক” (ধার্মিক ক্রোধ) শুরু করে। এই সপ্তাহের শুরুতে, ভারত আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলার নিন্দা জানাইয়াছে এবং রমজান মাসে ‘ইসলামী সংহতি’ প্রচার করিবার সময় বেশিরভাগ নারী ও শিশুকে হত্যা করিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে।এরপর ফের আরেকবার সেই যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিয়া ইসলামাবাদ বড়সড় অভিযোগ আনে ভারতের বিরুদ্ধে। ডুরান্ড লাইন ধরিয়া পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলমান সংঘাতে ভারতের জড়িত থাকিবার অভিযোগ ইসলামাবাদের। তারপরই মুখ খুলিল দিল্লি।

পুটিয়া এলাকায় ‘বাচপন ন্যাশনাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল’-এর উদ্বোধন

আগরতলা, ১২ মার্চ : শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হিসেবে পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উদ্বোধন হলো একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় বাচপন ন্যাশনাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নামের সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত এই বিদ্যালয়ের।

স্থানীয় সমাজসেবী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সপ্না নমঃ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা আক্তার, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিল চন্দ্র দাস, পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হোমায়ুন কবির, সমাজসেবী আব্দুল রসিদ এবং বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান বিল্লাল হোসেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান বিল্লাল হোসেন। তিনি বলেন, এলাকার মানুষের চাহিদা ও শিশুদের উন্নত শিক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি শিশু শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী বক্তব্যে তিনি বলেন, প্রায় এক দশক আগেও পুটিয়া এলাকায় একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় গড়ে উঠবেএমনটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। তবে এলাকার মানুষের সহযোগিতা এবং বিশেষ করে পঞ্চায়েত প্রধানের উদ্যোগে গত কয়েক বছর ধরে পরিকল্পনা করে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিদ্যালয় ভবিষ্যতে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উন্নত শিক্ষার সুযোগ করে দেবে।

এদিন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সপ্না নমঃ ফিতা কেটে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সমাজসেবী আব্দুল রসিদ সমাপনী বক্তব্য রাখেন। পরে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে উপস্থিত এলাকাবাসীর মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

জিতেন্দ্র ঘনিষ্ঠ নেতা যোগেন্দ্র ত্রিপুরার বিজেপিতে যোগদান

আগরতলা, ১২ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে বিজেপিতে যোগদান করলেন জিতেন্দ্র চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ নেতা যোগেন্দ্র ত্রিপুরা। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগ দেন। তাঁকে বিজেপি দলে বরণ করে নেন দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা।

সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা বলেন, সাব্রুমের কলাছড়া এলাকার বাসিন্দা যোগেন্দ্র ত্রিপুরা দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি গণমুক্তি পরিষদ-এর সাব্রুম বিভাগীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি পূর্বে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ট্রাইবাল ইয়ুথ ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-এর সাব্রুম মহকুমা কমিটির সদস্য ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হিসেবেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের ভূমিকা

বিমলকুমার শীট

স্পেনের গৃহযুদ্ধ ইউরোপের আকাশে কাল মেঘের সঞ্চার করে যা ছিল বিশ্ববাসীর কাছে এক অশনি সংকেত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে একে “ক্ষুদে বিশ্বযুদ্ধ” বলে অভিহিত করা যায়। ইউরোপ মহাদেশে এর সূচনা হলেও ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সাহিত্যিকরা এ বিষয়ে নীরব ছিলেন না। বুদ্ধ ও গান্ধীর দেশ, শান্তির দেশ ভারত এর প্রতিবাদে সামিল হয়ে ছিল এবং তা বহু ভারতীয়কে নাড়া দিয়ে ছিল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল নেহেরু স্পেনের গৃহযুদ্ধে পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়ে ছিল। কিন্তু পপুলার ফ্রন্টের পতন হয়। জেনারেল ফ্রোঙ্কো ক্ষমতা দখন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্পেনে দক্ষিণপন্থী রাজতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের বিরোধ দেখা দেয়। রাজা আলফোনসো জমিদার শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৩১ সালে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে। ২৩ বছর বয়স্ক সকল স্প্যানিশ নরনারী ভোটাধিকার পায়। চার বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন দ্বারা পার্লামেন্ট গঠনের বিধান দেওয়া হয়। এই নবজাত প্রজাতন্ত্র বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রজাতন্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রপতি জামোরা ও প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল অজানার নেতৃত্বে নানাবিধ প্রগতিশীল গনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করে। ১৯৩৫ সালে সাধারণ নির্বাচনের ফলে পার্লামেন্টে বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য বাড়লে, প্রজাতন্ত্রী সরকার কৃষকদের জমির অধিকার দেয় এবং গীর্জা প্রভৃতির জাতীয়করণ করে। স্পেন থেকে জেসুইট ও ফ্যাসিবাদীদের বহিষ্কার করা হয়। যে সকল সরকারি কর্মচারী ফ্যাসিবাদী মনোভাবের অনুরাগী ছিল তাদের নির্বাসিত করা হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারি দ্বীপে নির্বাসিত হন।

প্রজাতান্ত্রী সরকারের সমাজবাদী নীতিতে অখুসী হয়ে দক্ষিণপন্থীরা এই সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্পেনের শ্রমিক ও কৃষকরা যারা প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে ভোট দেয় তারাও প্রজাতন্ত্রী সরকারের ধীর গতি সংস্কারে বিরক্ত হয়। স্পেনের উপনিবেশ মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় সৈন্যদল পপুলার ফ্রন্ট বা প্রজাতন্ত্রীক প্রধানমন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারি দ্বীপ থেকে চলে আসেন এবং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তিনিও একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার ঘোষণা করেন। প্রজাতন্ত্রী সরকারের পক্ষে ছিল বামপন্থীরা, কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও শ্রমিক সেনা। ইতিমধ্যে জামানী ও ইতালি ফ্রঙ্কো সরকারকে সমর্থন দেয়। ফলে স্পেনে গৃহযুদ্ধ (১৯৩৬-১৯৩৯) শুরু হয়ে যায়। প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রধান ম্যানুয়েল অজানার পতন ঘটে এবং ফ্যাসিস্ট নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করে হিটলার ও মুসলিনির সহযোগিতায়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও স্পেনের গৃহযুদ্ধের বিরোধীতা শুরু হয়ে ছিল। ভারতের পক্ষ থেকে নেহরুর উদ্যোগে স্পেনে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রামীদের ওষুধপত্র সহ অন্যান্য সাহায্য পাঠানো হয়।

তিনি ঘোষণা করেন আজ স্পেনে আমাদেরই লড়াই চলছে। আমরা শুধুমাত্র বাইরে থেকে বন্ধুত্ব মূলক সহানুভূতি নিয়ে এই সংগ্রামকে দেখছি না, এই লড়াইয়ে যুক্তদের দেখছি বেদনাদায়ক উৎকণ্ঠা নিয়ে। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন “চিন, আবিসিনিয়া, প্যালেস্টাইন এবং স্পেনের জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য কংগ্রেস কর্তৃক অনুষ্ঠিত সহস্র সহস্র সভা ও শোভাযাত্রা জনসাধারণের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত রাখিল। চিনে ও স্পেনে খাদ্য ও ঔষধ পাঠাইবার জন্য আমার কিছু চেষ্টা করিলাম। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে এই উদার আগ্রহ আমাদের জাতীয় সংঘর্ষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া গেল এবং জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক লক্ষণ সঙ্কির্ণতা কতকাংশে শিথিল হইল”। তিনি ইউরোপ ও ব্রিটেনে স্পেনের গৃহযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন করেন এবং লণ্ডনে এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন। জাতিসংঘের ভূমিকারও তিনি সমালোচনা করেন। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মে জওহরলাল ও কৃষ্ণ মেনন স্পেনে যান এবং সেখানে ট্রাফালগার স্কোয়ারে পাঁচ হাজার মানুষের সভায় ভাষণ দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও স্পেনের গনতান্ত্রিক সরকারের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি দেখিয়ে ছিলেন। “মানবতার বিবেকের প্রতি” শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, স্পেনে, বিশ্ব সভ্যতাকে হুমকির মুখে ফেলা হচ্ছে এবং পদদলিত করা হচ্ছে। স্পেনীয় জনগণের গনতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে, ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের মানদণ্ড উঁচু করে তুলেছেন। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিদ্রোহীদের সাহায্যে মানুষ এবং অর্থ ঢেলে দিচ্ছে- আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের ধ্বংসাত্মক জোয়ার অবশ্যই ঠেকাতে হবে- স্পেনীয় জনগণের এই চরম পরীক্ষা এবং যন্ত্রণায় মুহূর্তে, আমি মানবতার বিবেকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। স্পেনের জনগণের ফ্রন্টকে সাহায্য করুণ, জনগণের সরকারকে সাহায্য করুন, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে চিৎকার করুন “থামুন”। গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহায়তায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এগিয়ে আসুন। রবীন্দ্রনাথের আলমোড়ায় লিখিত (মে ১৯৩৭) “চলতি ছবি” কবিতা (সেঁজুতি) এই স্পেনীয় যুদ্ধের কথা শোনা যায়- যুদ্ধ লাগল স্পেনে, চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে। সংবাদ তার মুখর হল দেশ মহাদেশ জুড়ে, সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে দিক দিকে যন্ত্রগরুড় রথে উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।

এই সময়ে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে League against Fascism awd War নামে একটি সংঘ গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে এর সভাপতি করা হয়। সম্পাদক হন সৌম্যেন্দ্রনাথ। অন্যান্য সদস্য ছিলেন সাজ্জাদ জাহীর, জওহরলাল নেহরু, ডাংগে, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রঙ্গ প্রভৃতি। তরুণ লেখক মূলকরাজ আনন্দ যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক বছর আগে ১৯৩৫ সালে মাদ্রিদে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব লেখক কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ছিলেন। স্পেনেই তিনি তার উপন্যাস “অক্রস দ্য ব্লাকওয়ার্টস” রচনা করেন। পরে ১৯৩৮ সালে তিনি ভারতের ফিরে আসেন। কলকাতা দ্বিতীয় অল ইণ্ডিয়া প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন (AIPWA) এর এক ভাষণে তিনি তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং লেখকদের অন্যায় ও শোষণ প্রকাশের জন্য তাদের নৈপুন্য ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। মার্কসবাদী তেলেগু কবি শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সৈন্যদের সম্মানে তাঁর প্রথম কবিতা “জয়ভেরী” লিখেছিলেন। ইংল্যান্ডে বসবাসকারী বহু ভারতীয় স্পেনের প্রজাতন্ত্রীদের পক্ষে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। “ভারত স্পেন কমিটির” উদ্যোগে ১৯৩৭ সালে ১২ মার্চ লন্ডনে “স্প্যানিস প্রজাতান্ত্রিক তহবিল” গঠন করা হয় এই উপলক্ষে “স্প্যানিশ ইণ্ডিয়ান সান্ধ্য নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে সেরি সাকাওয়ালা মীরা দেবী নামে ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যশিল্পী ও স্পেনের জাতীয় নৃত্যশিল্পী অ্যান্ত্রী ইভা। শান্তা গান্ধী, অর্কেস্ট্রা বাদক-এ ভট্টাচার্য ও ঘোষিকা বেবী ভট্টাচার্য ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী, কৃষ্ণ মেনন ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ইন্দিরা গান্ধী “ভারত স্পেন কমিটি”-কে নানাভাবে সাহায্য করে ছিলেন। তিনি তাঁর ৫০ পাউণ্ড মূল্যের ব্রেসলেটটি ওই তহবিলে উন্নতি কল্পে দান করে ছিলেন। স্পেনের বার্সেলোনা থেকে সংবাদিক কৃষ্ণ মেনন স্পেনের নানা ঘটনার কথা ৫০টি সংবাদপত্রে লিখেছেন। তিনি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে প্রধানমন্ত্রী চেম্বার লেইননের তোষণ নীতির বিরুদ্ধে সভা এবং প্রতিবাদ মিছিল করেন। সমর্থন করেন প্রজাতন্ত্রের লক্ষ্যকে। এই “স্প্যানিশ ইন্ডিয়া কমিটি” ভারত ও শ্রীলঙ্কার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স দান করে লেন। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে লণ্ডনে “ইন্ডিয়া লীগ” অনুষ্ঠিত এক সভায় গান্ধীজি ও জওহরলালের ছবি-সহ প্রজাতন্ত্রী স্পেনের পক্ষে বিক্ষভ দেখানো হয়। গান্ধীজিও স্পেনের প্রধানমন্ত্রীকে এক বার্তায় জানান, আমার সমগ্র হৃদয়ের সহানুভূতি আপনাদের দিকে, আপনাদের নিদারুণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার পরিণামে প্রকৃত স্বাধীনতা আসুক। ভারতীয় ছাত্ররাও স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে “স্পেন দিবস” পালিত হয়। লাহোর ছাত্র ইউনিয়ন “স্পেন সংহতি সপ্তাহ” উদযাপন করে (মে, ১৯৩৬)। সপ্তাহ জুড়ে স্কুল, কলেজে, স্পেনে যুদ্ধরতদের সমর্থনে বক্তৃতামালার আয়োজন করা হয়। রিপাবলিকানরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগ একটি প্রজন্মকে ফ্যাসিবাদী প্রতিরোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্পেনে সংঘাতের অভিজ্ঞতাগুলি মাত্র এক দশক পরেই স্বাধীন ভারতের কল্পনাকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে ছিল। স্পেনে ফ্যাসিস্ট শক্তির জয় হলেও ভারতে প্রগতিশীল শক্তি যেভাবে স্পেনের গণতন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তা বিশ্ববাসীর কাছে এক নজির স্থাপন করেছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিবাজী মহারাজের জীবনী ও বীরত্বগাথা

গত সংখ্যার পর—

পর্ব-১১
সহ্যাদ্রির বুকে

মহারাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের অদূরে অবস্থিত সহ্যাদ্রি পর্বতমালা। হিমালয়ের মতই সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ চিরজাগ্রত প্রহরীর মত রক্ষা করছে ভারতবর্ষকে। সহ্যাদ্রির বিশাল বক্ষ জুড়ে গভীর অরণ্যে, গিরি-অঞ্চলে, গুহা-কন্দরায়, পার্বত্য নদী-নালার আশে-পাশে বাস করে মাবল অধিবাসীরা। সহ্যাদ্রির মতই তারাও বলিষ্ঠ, সাহসী, বীর এবং হৃদয়বান। শিবাজী যখন প্রথম এই সব অঞ্চলের অধিবাসী দের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ঘুরে বেড়াতেন, তখন ভয়ে এখানকার মাবলরা কাছে আসত না, কারণ রাজারা বড় অত্যাচারী, দুরাচারী হতো তারা সব সময়ে দরিদ্র গ্রামবাসীদের আতঙ্কের কারণ। কিন্তু শিবাজী তাঁর মধুর হাসি, অন্তরঙ্গ ব্যবহার ও লোকসংগ্রহের যাবতীয় সৎ গুণের সদ্ব্যবহার করে তাদের একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। বাস্তবিকই এদের তিনি নিজের ভাইয়ের মতোই ভালোবাসতেন, আর তারাও শিবাজী রাজাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত।

সহ্যাদ্রির কোলেই তখন আরো দুজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা হলেন সমর্থ শ্রী রামদাস এবং সন্ত তুকারাম। পাহাড়-পর্বত, গ্রামে, অরণ্যে তারা ঘুরে বেড়াতেন এবং তাদের গভীর ভক্তি-সিক্ত সুরেলা কণ্ঠের প্রাণমাতানো ভজন-কীর্তন গানের সুর শুনে মরে যাওয়া মানুষগুলো যেন নতুন জীবনে বেঁচে উঠতে লাগল। সন্ত তুকারাম শুদ্ধভক্তি, সরল অনাড়ম্বর জীবন, নিষ্পাপ ভালোবাসার কথা শোনালেন গানের মাধ্যমে অতি সহজ ভাষায়। সাধারণ গ্রামবাসী যারা ধর্মের নামে কতগুলি মিথ্যা আচার ও কুসংস্কার এবং সামাজিক অনাচারের পাঁকে ডুবে প্রকৃত ধর্মকে ভুলতে বসেছিল, তাদের কাছে গিয়েও তুকারাম বললেন ওরে, নিজে যে শুদ্ধ নয়, সারা ত্রিভুবনই তার কাছে খারাপ। এই জন্য আগে তুই নিজেকে সবদিক থেকে শুদ্ধ করে তোল, দেখবি সব খারাপ আপনা থেকেই ভালো হয়ে যাবে।

একই ভাবে সমর্থ শ্রীরামদাস মানুষের মনের সকল নিরাশা, হীনমন্যতা ও আত্মবিশ্বাসের অবক্ষয়কে যেন ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। তাঁর সুমধুর অথচ তোজোদ্দীপ্ত গান অরণ্য-পর্বত অতিক্রম করে দিকে দিকে ভেসে যেত, আর ভাসিয়ে নিয়ে যেত সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে এক অনাস্বাদিত আনন্দের স্রোতে তার ফলে সমস্ত অবসাদ বাষ্প হয়ে উড়ে যেত, মনের মধ্যে নতুন বল, নব বীর্য, নতুন ভক্তি ও দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হত। ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য জন্য তিনি এমন সাড়া জাগিয়ে তুললেন যে হেরে যাওয়া, ভেঙে পড়া মনগুলো যেন তরতাজা হয়ে হয়ে উঠল পরাজয়ের সকল গ্লানি ঝেড়ে ফেলে যুবশক্তি নতুন উদ্যমে জেগে উঠল। মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে যাদের ঘর-সংসার ভেঙে-গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, আবার তাদের নিজ নিজ সংসার-ধর্মে উৎসাহ দিয়ে তাদের জীবনকে সহনীয়, বরণীয় করে তোলার জন্য তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করে তুললেন। নিজে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও সকলকে শুধু পরলোকের কথা না বলে ইহলোক সংসারী মানুষের কর্তব্যের কথা বললেন।

সামর্থ্য শ্রীরামদাস সাধারণ মানুষের কাছে তাদের সহজে বোধগম্য হয় এমন ভাষায় ছন্দোবদ্ধ সুললিত সুরে গান করে বললেন

তোমার জীবনকে সবদিক থেকে
থেকে শতগুন সমৃদ্ধ করে
তোলো।
মূর্খতা ও আলস্য ত্যাগ কর।
নিজের ভাগ্য ও দৈবকে দোষ
দিয়ে কাঁদতে বস না।
কাজ কর, চেষ্টা কর, পরিশ্রম কর।
প্রচেষ্টাই তোমার পরমেশ্বর।
যে যেমন তার সঙ্গে সেই রকম
ব্যবহার কর। দুষ্টকে দমন করতে
হলে নির্ভয়ে এ দুষ্টতার আশ্রয়
গ্রহণ করায় কোন পাপ নেই।
বুদ্ধির সঙ্গে, হিসেব করে নিজের
কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করে যাও।
যাঁরা ভক্তির পাত্র, হৃদয় দিয়ে
তাঁদের ভক্তি কর।
কখনও ধৈর্য্য হারিও না।
যা কিছু ভাল, তা-ই গ্রহণ কর, যা
খারাপ তা তা ত্যাগ কর।
ঐক্যের সঙ্গে, মিলে-মিশে কাজ
কর। বিবেককে ত্যাগ করোনা,
শিক্ষাকে ত্যাগ করোনা।
শরীর সুস্থ ও সবল রাখ।
বৃথা আলস্যে ও নিদ্রায় আয়ু ক্ষয়
করো না।
ভালোদের সঙ্গ লাভ কর।
ভালোভাবে সংসার ধর্ম পালন
কর।
সতত উদ্যম কর।
সর্বদা সাবধানে থেকো।
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান
বাস করছেন, তাঁকে উপলব্ধি কর।
কঠিন অবস্থাকে ভয় করো না।
পরের উপর নির্ভর না করে
নিজেই কষ্ট কর, পরিশ্রম কর।
নিজের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ পরিহার
কর। শত্রু কে আর বন্ধু কে, তার
সঠিক নির্ণয় কর। সংযমের সঙ্গে চল।
কোন মহৎ কাজে জীবনকে সার্থক
কর।

এই ধরনের শত শত সহজ সুন্দর বাণী তিনি তাঁর সরল ভাষায় আর গানের মধ্যে গ্রামে, বনে-পর্বতে, প্রত্যন্ত প্রান্তরের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি আরো গাইলেন “ওরে আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা। জ্বলবে জ্বলবে। কাজ করলে পরে তবেই কাজ হয় রে। আগে কাজ করে দেখা তারপর সেই কাজ করতে বল। রামের প্রতি অক্ষয় ভক্তি মনের মধ্যে রেখে শুধু কাজ করে যা, ওরে তোরা সবাই কাজ করে যা।” সহ্যাদ্রির অসংখ্য ঝর্ণাধারার মত শ্রী সমর্থ রমদাস ও সন্ত তুকারামের অমূল্য বাণী মহারাষ্ট্রে ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। এসব বাণী শিবাজীকে যেমন তাঁর মহৎ ব্রতে আরো বেশী উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলল তেমনি অলক্ষ্যে থেকে এই দুই দুই মহাপুরুষ শিবাজীকে বিপুল ভাবে সাহায্য করলেন, তাঁর ভবিষ্যৎ ফসলের জমিকে তৈরি করে দিলেন, উর্বর করে তুললেন। শিবাজীকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে দলে দলে যে হাজার হাজার মাবল বীর তরুণ, যুবক, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ ছুটে এল, ঐ মহাপুরুষদের বাণীই তাদের এই মহৎ কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। সমর্থ শ্রীরামদাসকে শিবাজী তাঁর স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন।

পর্ব-১২
বাদশাহের আদেশ

শিবাজীর নেতৃত্বে সহ্যাদ্রির এই প্রান্তে, যে বিদ্রোহ শুরু হল সুভানমঙ্গল দুর্গের আমিন রহিম মহম্মদ তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তার আশা ছিল বিদ্রোহের সংবাদ পেয়েই বিজাপুর থেকে বাদশাহ বিরাট সৈন্য বাহিনী পাঠাবেন, রাজদ্রোহীদের উপযুক্ত সাজা দেবেন এবং সেই ফাঁকে তার ভাগ্যেও মোটা পুরস্কার জুটবে। কিন্তু কিছুই হলো না, কারণ বাদশাহ মনে করেছিলেন একটা চৌদ্দ-পনের বছরের বালকের কতটুকুই বা শক্তি থাকতে পারে এবং তাকে শায়েস্তা করতে কিছুই সময় লাগবে না। এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, বাদশাহের সমস্ত লক্ষ্য ও শক্তি তখন কর্নাটকে নিয়োজিত ছিল, কারণ দাক্ষিণাত্যের অবশিষ্ট কাফের রাজ্যগুলিকে ধ্বংস করে তাদের সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করার কাজে স্বয়ং বাদশাহ আদিলশাহ ও তাঁর সর্দাররা ব্যস্ত ছিলেন। রামেশ্বরের শিব মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ তৈরি করে সেখানকার সব ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পৈতে ছিঁড়ে তাদের সকলকে মুসলমান করার ‘পবিত্র’ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল মহম্মদ আদিলশাহের।

একমাত্র শাহাজী রাজা কর্ণাটকের এই সব স্বাধীন রাজ্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা গোপনে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই সময় হঠাৎ বাদশাহ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, সুতরাং শিবাজীর ‘ছেলেমানুষী’ কাণ্ড-কারখানার প্রতি উপেক্ষা আরো স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সুভানমঙ্গলের আমিন বার বার বিজাপুরের দূত পাঠাচ্ছিল। অবশেষে বাদশাহ সাড়া দিলেন। বিজাপুর থেকে এক বিরাট ফরমান এল শিরবলের দেশমুখ দেশপান্ডেদের নামে। ফৌজের বদলে ফরমান আসায় আমিন বড় হতাশ হল। কিন্তু কী আর করা যায়। এই ফরমান দেশমুখ দেশপাণ্ডেদের মধ্যে জারি করার জন্য পাঠিয়ে দিল। একটি ফরমান ছিল শিবাজীর অন্যতম বিশ্বস্ত সহকর্মী দাদাজী প্রভু গুপ্তে দেশপাণ্ডের পিতা নরসপ্রভু দেশপান্ডের নামে। তাতে লেখা হয়েছিল :

“আমি খবর পেয়েছি যে শাহাজীর ছেলে শিবাজী তার পিতার সঙ্গে বেইমানি করে রোহিরেশ্বর পার্বত্য এলাকার ছোট জাতের মাবল দের সঙ্গে জোট বেঁধে দল গড়েছে এবং আমার দুর্গে প্রবেশ করেছে। সম্প্রতি আমার এক দুর্গের নাম দিয়েছে ‘রাজগড়’। ওই দলে নাকি তোমরাও যোগ দিয়েছ। তোমরা এই এলাকার রাজস্ব আদায় করা বন্ধ করেছ, শিরবলের আমিনের আদেশ পালন করছ না। এই সব কার্যকলাপ তোমরা যদি অবিলম্বে বন্ধ না কর তাহলে বাদশাহ তোমাদের গর্দান নেবেন এবং জমিদারী কেড়ে নেবেন।”

ফরমান পাঠ করে নরসপ্রভু স্বভাবতঃই অত্যন্ত স্বন্ত্রস্ত ও বিচলিত হলেন এবং ভাবলেন, যদি আমিন ধরে নিয়ে যায়, তাহলে কে বাঁচাবে ? সংসার ও ভিটেমাটির কি অবস্থা হবে ? বাদশাহের কোপে পড়লে কী পরিণাম হয় তার বহু ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখছেন। শ্রী-পুত্র পরিবারের চরম লাঞ্ছনা, কুমারী কন্যা ও কুলবধূদের প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে অমানুষিক নিগ্রহ করে বিক্রি করা, নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড, ঘরে-ক্ষেতে-খামারে আগুন লাগানো, তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া, জোয়ান মেয়েদের ধরে জাহাজে করে তুর্কিস্তান, আরব প্রভৃতি দূর দেশে জোর করে চালান করে দেওয়া এই সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ভীষণ ভীত ও স্বন্ত্রস্ত হয়ে নরসপ্রভু বাড়ি থেকে পালিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে দাদাজী প্রভু গুপ্তের অত ভয়-ডর ছিল না। তিনি সোজা শিবাজী রাজার কাছে তাড়াতাড়ি সব কথা লিখে জানালেন। শিবাজী আগে সব খবর পেয়েছিলেন। তিনি দাদাজী নরসপ্রভু গুপ্তে ও অন্যান্য দেশমুখ দেশপান্ডেদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের আশ্বস্ত করলেন ও তাদের তাদের সাহস দিলেন। তিনি লিখলেন “শ্রীরোহিরেশ্বর হলেন আমাদের কুলদেবতা। তিনি আমাদের সকলকে স্বাধীনতার এই মহান ব্রতে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরই কৃপায় আমরা এই কাজে এত সাফল্য অর্জন করেছি। দেশকে আমরা স্বাধীন করবো এটাই ভগবানের ইচ্ছা। আপনার পিতাকে উদ্বিগ্ন হতে নিষেধ করুন এবং আপনি এই ফরমানের কাগজ নিয়ে এখানে চলে আসুন। চিন্তার কোন কারণ নেই, আমরা ঈশ্বরের কাজে নেমেছি। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষা করবেন।”

শিবাজী রাজার চিঠি পড়ে নরসপ্রভু আশ্বস্ত হলেন। নির্ভীক যুবক দাদাজী প্রভু গুপ্তের শিবাজী রাজার প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। শিরবলের আমিনের কাছে শাহী ফরমানের জবাব একজনও পাঠালনা। হুমকির কোন ফল হল না দেখে সে আরো চটে উঠেছিল।

পর্ব-১৩
দাদাজী কোন্ডদেবের বিদায়

এদিকে দাদাজী কোণ্ডদেব, এই নতুন ছোট্ট স্বাধীন রাজ্যটিকে সবদিক থেকে সুশৃংখল ও সুসংহত করে তুলতে শিবাজীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে তার মহৎ লক্ষ্য পূরণের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে চলেছিলেন। কোথায় কী ব্যবস্থা করতে হবে, জায়গা-জমির সঠিক বন্টন ও তার সমুচিত সদ্ব্যবহার, রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত কাজ সুপরিকল্পিতভাবে চলছিল। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলা হল এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। শত্রুবেষ্টিত ক্ষুদ্র রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সুচতুর ব্যক্তিদের নিয়ে গুপ্তচর বাহিনী তৈরি হল। তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিদ্যুৎবেগে কাছে পৌঁছে দিতে লাগল।

দুর্গগুলি এবং অস্ত্রাগার ও কোষাগার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। ন্যায়-বিচারের কাজ শুরু হল। দেবস্থান ও ধর্মস্থান তথা মন্দিরগুলি সংস্কার ও নির্ভয়ে সকলের পূজা করার ব্যবস্থা হল। দাদাজী পন্ত শিবাজীকে যেভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, নিজস্ব প্রতিভা, উৎসাহ, দৃঢ় সংকল্প ও দেশাত্মবোধে পরিপূর্ণ শিবাজী যেন তার থেকেও শতগুন শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগলেন।

দাদাজীর শিক্ষা ও জননী জিজাবাঈয়ের সাধনায় সার্থকতা ও সাফল্যের প্রতীক শিবাজীর মধ্যে বাস্তবিক ও বিপুল সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল।

স্বরাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম ক্রমে শিবাজী নিজেই নিজেই করতে আরম্ভ করলেন। বৃদ্ধ দাদাজী পন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। তাঁর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। তিনি তাঁর নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারের জন্য চিন্তিত ছিলেন না, কারণ জিজাবাঈ ও শিবাজী, আপনজনের মতই তাদের দেখবেন তা তিনি জানতেন। তাঁর চিন্তা শুধু শিবাজীর জন্য, আর স্বরাজ্যের এই নূতন চারাগাছটির জন্য। পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কাছে তাঁর শুধু এই একটি প্রার্থনা “স্বাধীনতার এই ক্ষুদ্র দীপশিখাটিকে ঈশ্বর যেন রক্ষা করেন।” শিবাজীকে ডেকে তিনি বললেন ‘দেখ রাজা! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি-বিবেচনায় যেটুকু পেরেছি তোমাকে শেখাবার চেষ্টা করেছি। তুমি যে সেই শিক্ষার চমৎকার আয়ত্ত করেছ তা দেখে আমি খুবই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়েছি। আমার বিশ্বাস, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দেশের জন্য ও সর্বসাধারন মানুষের জন্য আন্তরিক ভালবাসা এবং নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অবশ্যই তোমাকে জয়ী করবে, সর্বতোভাবে সফল করবে। তোমার হাত দিয়ে স্বরাজ ও ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এটা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত বলে আমি সুনিশ্চিত।”

শিবাজীর কাছে দাদাজী পন্ত কোণ্ডদেব একধারে গুরু ,শিক্ষক, অভিভাবক ও মন্ত্রী তথা উপদেষ্টা ছিলেন। সেই কারণে শিবাজীর হৃদয়ে দাদাজী স্থান ছিল অতি উচ্চে। তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ শিবাজীর কাছে ছিল মন্ত্রের মত। জীবনের শেষ দিনে দাদাজী শিবাজীকে ডাকলেন, ক্ষীণ স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, “শিবাজী রাজা, আমি এত দিন তোমার রাজ্যের সেবক হিসাবে আমার যথাসাধ্য করার চেষ্টা করেছি। তোমার পিতার জমি, জায়গা, প্রজা ও সম্পদের যত্ন করেছি, উন্নত ও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। এখন থেকে তুমি এই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কর। স্বাধীনতার যে দীপ তুমি জ্বেলেছ, তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দিও। আমি বিদায় নিচ্ছি। তোমার জয় হোক।”

একথা বলে দাদাজী কোণ্ডদেব চিরকালের মতো চোখ বুজলেন।

ক্রমশঃ

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

13-03-26.pmd 1 12-03-2026, 23:31

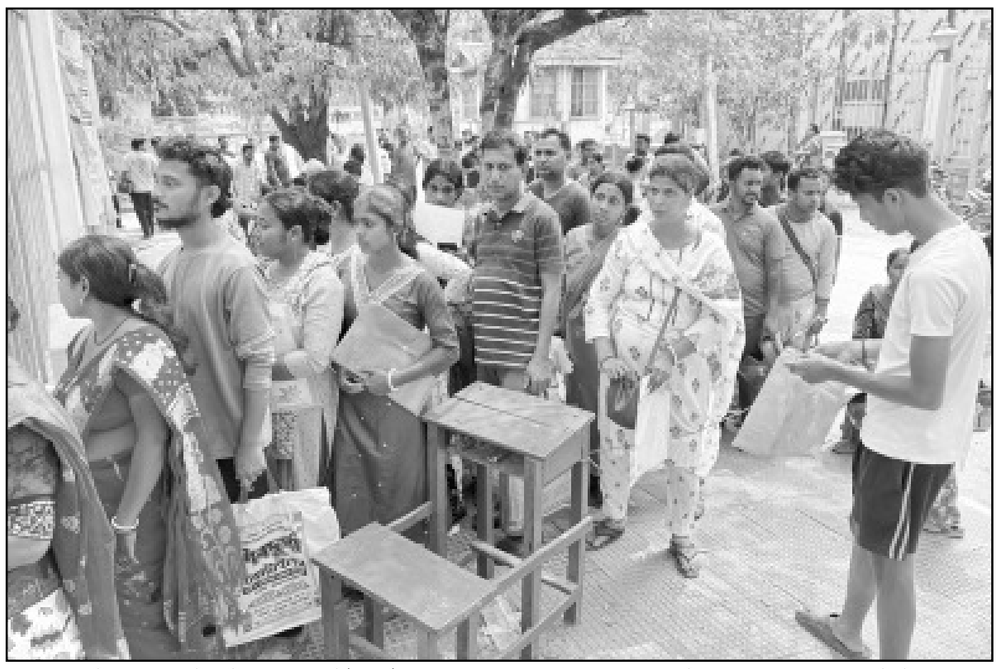

বৃহস্পতিবার থেকে শিশু বিহার স্কুলে ভর্তির ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। তাই স্কুল প্রাঙ্গণে অভিভাবকদের লম্বা লাইন। ছবি নিজস্ব।

মণিপুরে অপহৃত ২১ নাগা নাগরিককে মুক্তি, আলোচনার পর সমাধান

ইম্ফল, ১২ মার্চ : দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে মণিপুরের উখরুল জেলা-এ আটক ২১ জন নাগা সম্প্রদায়ের সাধারণ নাগরিককে বৃহস্পতিবার মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাংখুল নাগা সম্প্রদায়-র ওই ২১ জন ব্যক্তি বুধবার বিকেলে তিনটি গাড়িতে করে উখরুল-ইম্ফল সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উখরুল জেলার সাংকাই গ্রাম এলাকায় কুকি সম্প্রদায়-র কিছু গ্রামবাসী ও সশস্ত্র ব্যক্তিরা তাঁদের আটক করে বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নাগা ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি সংগঠনের নেতাদের মধ্যে দফায় দফায় আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে সেই আলোচনার ফলেই বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে আটক ২১ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তির পর তাঁদের লিটন থানা-এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের পুনর্মিলন করানো হয়।

এদিকে বুধবার উখরুল জেলার নাগা অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে কুকি অধ্যুষিত কাংপোকপি জেলা-এর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরাপত্তা বাহিনী এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি অভিযান চালায়।

এর আগে মণিপুরের তাংখুল নাগাদের শীর্ষ সংগঠন তাংখুল নাগা লং (ওয়ার্কিং কমিটি) আটক নাগা নাগরিকদের দ্রুত মুক্তির দাবিতে দুই ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিল।

ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি জানান, উখরুল-ইম্ফল সড়কে নিরীহ নাগরিকদের আটকে রাখার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি দ্রুত ও নিঃশর্তভাবে তাঁদের মুক্তির আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারিতে লিতান সারেইখং এলাকায় ভূমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে কুকি ও তাংখুল নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সংঘর্ষে দুই সম্প্রদায়ের অন্তত ৩০টিরও বেশি বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়।

ইন্দো-প্যাসিফিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে ভারত—মার্কিন সেনা কর্তাদের আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন ভারত ও মার্কিন সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা।

বৃহস্পতিবার মার্কিন সেনাবাহিনীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনা প্রশান্ত মহাসাগরীয়-এর ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল জোয়েল বি. ভওয়েল নয়াদিল্লিতে ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাবাহিনী-এর অতিরিক্ত জনসংযোগ দফতর অতিরিক্ত জন তথ্য অধিদপ্তর জেনারেল (এডিজিপিআই) জানিয়েছে, বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, যৌথ সামরিক মহড়ার মাধ্যমে দুই বাহিনীর সমন্বয় বাড়ানো এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামরিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।এর আগে একই দিনে ভাওয়েল ভারতের উপ-সেনাপ্রধান পুষ্পেন্দ্র সিং-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন। সেখানে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, যৌথ প্রশিক্ষণ ও মহড়ার মাধ্যমে সামরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়।এদিকে গত মাসে হিমাচল প্রদেশের বাকলোহ-এ ভারত ও মার্কিন সেনাবাহিনীর বিশেষ বাহিনীর যৌথ মহড়া বজ্র প্রহর ২০২৬ অনুশীলন শুরু হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত চলা এই মহড়াটি দুই দেশের বিশেষ বাহিনীর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এই মহড়ায় ভারতের পক্ষ থেকে বিশেষ বাহিনীর ৪৫ জন জওয়ান অংশ নিয়েছেন, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অংশ নিচ্ছেন মার্কিন বিশেষ বাহিনীর সবুজ বেরেটস-এর ১২ জন সদস্য।প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, এই যৌথ মহড়ার মাধ্যমে দুই দেশের বিশেষ বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়, পারস্পরিক আস্থা এবং পেশাগত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হবে।

বারপেটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের নাম সরানোর বিরোধিতা গৌরব গগৈয়ের

গুয়াহাটি, ১২ মার্চ : অসম সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ। বারপেটার ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ-এর নাম সরানোর সিদ্ধান্তকে তিনি অসমের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি অসম্মান বলে অভিহিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে গগৈ বলেন, ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ শুধু একজন সম্মানিত স্বাধীনতা সংগ্রামীই নন, তিনিই প্রথম অসমিয়া ব্যক্তি যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গগৈ বলেন, বারপেটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তাঁর নাম সরানোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এতে অসমের মানুষের অনুভূতিতে আঘাত লাগবে। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে এবং নির্বাচনী লাভের জন্য বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের সিদ্ধান্তে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা বিশিষ্ট অসমিয়া ব্যক্তিত্বদের ঐতিহ্য মুছে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

অসম সরকারকে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে গগৈ বলেন, ফখরুদ্দিন আলি আহমেদের নাম বজায় রাখা উচিত। অসমের মহান ব্যক্তিত্বদের অবদানকে সম্মান জানানো এবং তাঁদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সবার দায়িত্ব বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে বুধবার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর দাবি, রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির নাম সাধারণত সংশ্লিষ্ট এলাকার নামে রাখা হয় এবং সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বারপেটা জেলার ওই মেডিক্যাল কলেজটির নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয় বলে সরকার জানিয়েছে।

ইরানে আটকে ভারতীয়দের সহায়তায় দ্রুত পদক্ষেপ, জাহাজ চলাচল ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়েও নজর: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের মধ্যেই ইরানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তায় দ্রুত পদক্ষেপ করছে ভারত সরকার। পাশাপাশি সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়েও নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, বর্তমানে জ্জস্থদ্র-এ প্রায় ৯,০০০ ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছাত্রছাত্রী, নাবিক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও তীর্থযাত্রীরা রয়েছেন।

তিনি বলেন, আগে জারি করা সতর্কতার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই বহু ভারতীয়, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা দেশে ফিরে এসেছেন। এছাড়াও তেহরানে থাকা কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক, ছাত্র ও তীর্থযাত্রীকে নিরাপদ শহরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

ভারত সরকার ইরান থেকে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছুক নাগরিকদের আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া হয়ে দেশে ফেরার ব্যবস্থাও করছে। এই ক্ষেত্রে ভিসা ও সীমান্ত পারাপারের বিষয়েও সহায়তা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন ভারতীয় এই পথে সীমান্ত পার হয়ে বাণিজ্যিক উড়ানে দেশে ফিরেছেন।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে।

এদিকে হরমুজ প্রণালী-এ জাহাজ চলাচল এবং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান জয়সওয়াল। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি একাধিকবার ফোনে কথা বলেছেন।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত ঘিরে উত্তেজনা বেড়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত কূটনৈতিক স্তরে সক্রিয় যোগাযোগ বজায় রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে বলে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে।

নেতাজির চিতাভস্ম জাপান থেকে ভারতে আনার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : জাপান থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু-এর চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে আনার দাবিতে দায়ের হওয়া রিট পিটিশন গ্রহণ করতে অস্বীকার করল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই মামলাটি শুনতে অনীহা প্রকাশ করে।

এরপর আবেদনকারীর আইনজীবী সিনিয়র অ্যাডভোকেট অভিষেক মনু সিংভি আদালতের কাছে আবেদন প্রত্যাহারের অনুমতি চান। তিনি জানান, নেতাজির নাতনি-সদৃশ আত্মীয়া নন, বরং তাঁর কন্যা নতুন করে আবেদন করবেন।

এর পরেই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ মামলাটি প্রত্যাহৃত বলে খারিজ করে দেয়। বেঞ্চে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল পাঞ্চোলি-ও উপস্থিত ছিলেন।

শুনানির শুরুতেই আদালত জানায়, এই ধরনের আবেদন এর আগেও সুপ্রিম কোর্টে করা হয়েছিল এবং তা খারিজ হয়েছে। আদালত প্রশ্ন তোলে, "এই বিষয়টি কতবার আদালতে আনা হবে?" বেঞ্চ স্মরণ করিয়ে দেয় যে ২০২৪ সালেও একই ধরনের একটি আবেদন খারিজ করা হয়েছিল।

শুনানির সময় সিংভি আদালতকে জানান, নেতাজির একমাত্র আইনগত উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর কন্যা অনিতা বোস ফাফ এবং তিনি এই আবেদনকে সমর্থন করেন।

তবে আদালত জানায়, যেহেতু আবেদনকারী তিনি নন, তাই যদি এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে চান, তবে তাঁকেই সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে।

বেঞ্চ মন্তব্য করে, "উত্তরাধিকারী নিজে আবেদনকারী নন। তাঁকেই আমাদের সামনে আসতে হবে। পর্দার আড়াল থেকে এই লড়াই করা যাবে না।" আদালত আরও জানায়, নেতাজির পরিবারের অনুভূতির প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু আইনি প্রক্রিয়া যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

আবেদনে দাবি করা হয়েছিল, টোকিওর রেনকোজি মন্দির-এ সংরক্ষিত নেতাজির বলে মনে করা চিতাভস্ম এখনও ভারতে আনা হয়নি। আবেদনকারীর দাবি ছিল, চিতাভস্ম ভারতে ফিরিয়ে এনে তাঁর কন্যার মাধ্যমে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হোক।

সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্য: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারেই নেই বলে কড়া ভাষায় জানাল ভারত। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) পাকিস্তানকে "দশকের পর দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র" বলে আখ্যা দেয়।

সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, নিজেদের দোষ ঢাকতে পাকিস্তান বারবার ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলে।

তিনি বলেন, "পাকিস্তানের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিজেদের অপকর্মের দায় ভারতের উপর চাপানো তাদের কাছে এখন প্রায় স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু বছর ধরে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে সীমান্তপারের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানের বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারেই নেই।"

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান নিজেদের ভুক্তভোগী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও আন্তর্জাতিক মহল আর তাতে বিভ্রান্ত হচ্ছে না।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি পাকিস্তান ও আফগানিস্তান-এর মধ্যে ডুরান্ড লাইন সীমান্তে উত্তেজনা বেড়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের অভিযানের জবাবে ২৭ ফেব্রুয়ারি আফগান বাহিনী পাল্টা হামলা চালায়। এরপর পাকিস্তান 'অপারেশন গাযব লিল-হক' নামে সামরিক অভিযান শুরু করে।

এর আগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকেও পাকিস্তানের সমালোচনা করে ভারত। সেখানে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ পাকিস্তানের আফগানিস্তানে বিমান হামলার নিন্দা জানান।

তিনি বলেন, পবিত্র রমজান মাসে আন্তর্জাতিক আইন ও ইসলামী সংহতির কথা বললেও একই সময়ে আফগান ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালানো ভণ্ডামির শামিল। তাঁর দাবি, এই হামলায় ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রায় ১৮৫ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে প্রায় ৫৫ শতাংশই নারী ও শিশু।

তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ মানবজাতির জন্য একটি বড় হুমকি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইসলামিক স্টেট, আল-কায়েদা, লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মোহাম্মদ এবং তাদের সহযোগী সংগঠনগুলির কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব।

১৩তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সব দলের সহযোগিতা চাইলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

ঢাকা, ১২ মার্চ : বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হতেই সব দলের সাংসদ ও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর লক্ষ্য, একটি স্বনির্ভর, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

১৩তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে স্বাগত ভাষণে তিনি বলেন, প্রতিটি পরিবারকে স্বনির্ভর করে তোলাই তাঁর সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য। এর মাধ্যমে একটি নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।

তিনি বলেন, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের মানুষের পাশাপাশি সংসদের সব দলের নির্বাচিত সদস্যদের সহযোগিতা প্রয়োজন। যুক্তি ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সংসদকে কার্যকর ও প্রাণবন্ত করে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

এর আগে সংসদের অধিবেশনের শুরুতেই ক্ষমতাসীন দলের সাংসদ হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং কায়সার কামাল যথাক্রমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার হিসেবে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হন।

নতুন স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁরা এখন আর কোনও দলের প্রতিনিধি নন, বরং পুরো সংসদের অভিভাবক হিসেবে কাজ করবেন। সব নির্বাচিত সাংসদকে সমান মর্যাদা দেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

তবে অধিবেশনের শুরুতেই কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন-এর সাংবিধানিক ভাষণের সময় বিরোধী দলের সাংসদরা প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেন।

রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে সরকারপক্ষের সাংসদরা দাঁড়িয়ে পড়লেও বিরোধী সদস্যরা নিজেদের আসনে বসে থেকে প্রতিবাদ জানান। এতে সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সূচনাতেই কিছুটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে মনে করা হচ্ছে।

জম্মুতে কৃষিজমি থেকে ১২ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, যৌথ অভিযান পুলিশ ও বিএসএফের

জম্মু, ১২ মার্চ : যৌথ অভিযানে প্রায় ১২ কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বৃহস্পতিবার পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) জানায়, জম্মু জেলার একটি গ্রামের কৃষিজমি থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

অধিকারিকদের মতে, মাদক পাচার রুখতে বড় সাফল্য পেয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং বিএসএফের ১০১ নম্বর ব্যাটালিয়ন। জম্মু জেলার বিষ্ণাহ থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামের উপকণ্ঠে কৃষিজমি থেকে উচ্চমানের মাদক উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, ড্রোনের মাধ্যমে এই মাদক ফেলা হয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, এলাকা ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। কৃষিজমিতে ড্রোনে ফেলা সন্দেহজনক একটি প্যাকেট পড়ে থাকার খবর পেয়ে বুধবার সন্ধ্যায় যৌথ ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়।

তল্লাশিতে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়, যার সঙ্গে দড়ি ও হুক লাগানো ছিল। ব্যাগের ভিতরে ছোট ছোট প্যাকেটে হেরোইনের মতো দেখতে পদার্থ পাওয়া যায়।

পুলিশের মতে, উদ্ধার হওয়া প্রতিটি প্যাকেটে হেরোইনের মতো পদার্থ ছিল। মোট প্রায় ২ কেজি মাদক উদ্ধার হয়েছে, যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা।

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে এই মাদক ভারতীয় ভূখণ্ডে ফেলা হয়েছে।

এই ঘটনায় বিষ্ণাহ থানায় এনডিপিএস আইনের ৮/২১/২২ ধারায় মামলা (এফআইআর নং ৪১/২০২৬) দায়ের করা হয়েছে। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইন্সপেক্টর রাকেশ জামওয়াল মামলার তদন্ত করছেন। গোটা তদন্ত তদারকি করছেন আর.এস. পুরা-র এসডিপিও এবং জম্মুর সদর দফতরের এসপি।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস ও গন্তব্য খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। পাশাপাশি এই পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদেরও খোঁজ করা হচ্ছে।

অধিকারিকরা জানান, মাদক পাচার রুখতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তবর্তী এলাকায় কোনও বেআইনি কার্যকলাপের খবর থাকলে পুলিশকে জানাতে নাগরিকদের আবেদন জানানো হয়েছে।

পুলিশের দাবি, জনসাধারণের সহযোগিতায় মাদকমুক্ত ও অপরাধমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মজদুর মনিটরিং সেলের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার আশ্চর্যজনক উপকারিতা

বয়স বাড়ার সাথে সাথে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ অসুবিধাজনক মনে হতে পারে। কিন্তু কিছুটা সময়ের জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকায় নিজেকে অভ্যস্ত করাতে পারলে তা শরীরকে শক্তিশালী করে, স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখে।

আপনি যদি ফ্লামিঙ্গো (লম্বা পায়ের এক ধরনের পাখি) না হয়ে থাকেন, তবে এক পায়ে নাজুকভাবে দাঁড়িয়ে সময় কাটানোয় নিশ্চয়ই আপনি অভ্যস্ত নন। কাজেই বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই কাজ অবিশ্বাস্যরকমের কঠিন মনে হতে পারে আপনার কাছে।

যখন আমরা ছোট থাকি তখন এক পায়ে দাঁড়ানো নিয়ে খুব একটা চিন্তা আমাদের করতে হয় না। নয় থেকে ১০ বছর বয়সের মধ্যেই আমরা এভাবে দাঁড়ানো ভালোভাবে শিখে ফেলি। ৩০-এর কোঠার শেষ দিকে এক পায়ে দাঁড়ানোয় আমরা সর্বোচ্চ পারদর্শী হই এবং এরপর এই সক্ষমতা আবার কমতে শুরু করে। কারো বয়স যদি ৫০ বছরের বেশি হয় এবং তিনি যদি এক পায়ে কয়েক সেকেন্ডের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, তবে সেটি তার সার্বিক স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং কতটা ভালোভাবে তিনি বার্ধক্যকে আলিঙ্গন করছেন সেটির ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু টলোমলো এক পায়ে আপনিই বা কেন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে চাইবেন— এর পক্ষে বেশ কিছু ইতিবাচক কারণ রয়েছে। এটি আসলে শরীর ও মস্তিষ্কে বেশ কিছু উপকার বয়ে আনে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- পরে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে, শারীরিক শক্তি বাড়াতে এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সহজ এই ব্যায়াম শরীরের ওপর বেশ বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। আমেরিকান একাডেমি অব ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশনের পুনর্বাসন চিকিৎসা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ট্র্যাসি এসপিরিটু ম্যাকাই বলেন, 'আপনার যদি মনে হয় এটি (এক পায়ে দাঁড়ানো) সহজ নয়, তবে ভারসাম্যের প্রশিক্ষণ শুরু করার সময় এখনই'। শরীরের ভারসাম্য নিয়ে কেন চিন্তা করতে হয়? স্বাস্থ্যগত অবস্থা বুঝতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাকে চিকিৎসকদের বিবেচনায় নেওয়ার অন্যতম কারণ হলো, বয়স বাড়ার সাথে সাথে পেশিক্ষয় বা সারকোপেনিয়ার যোগসূত্র। (গ্রিক শব্দ "সারকো" অর্থ মাংসপেশি ও "পেনিয়া" মানে অভাব বা ঘাটতি থেকে এই নাম এসেছে।) ৩০ বছরের পর মাংসপেশীর ভর (শরীরে যতটুকু মাংসপশী আছে) প্রতি ১০ বছরে আট শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, ৮০-তে পৌঁছানো প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের ক্লিনিক্যাল সারকোপেনিয়া দেখা দেয়। এর সঙ্গে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণের অবনতি থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস- এ সব কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এটি যেহেতু বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশীর ওপর প্রভাব ফেলে, কাজেই তা এক পায়ে দাঁড়াবার সক্ষমতা দিয়ে বোঝা যায়।

যারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার চর্চা করেন তাদের জীবনের পরবর্তী দশকগুলোয় সারকোপেনিয়া দেখা দেওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। কারণ সহজ ব্যায়ামটি পা ও নিতম্বের মাংসপেশীকে উন্নত করে। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের রোচেস্টারের মায়ো ক্লিনিকের মোশন অ্যানালাইসিস ল্যাবরেটরির পরিচালক কেন্টন কাউফম্যান বলেন, (বয়স বাড়ার সাথে সাথে) এক পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যায়। ৫০ বা ৬০ বছরের বেশি বয়সীরা যখন এটি (এক পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা কমা) প্রথম বুঝতে পারেন, এরপর তাদের জীবনের পরবর্তী দশকগুলোয় সেটি বেশ দ্রুতগতিতে হয়। এক পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আরেকটি বেশ সুক্ষ্ম কারণ রয়েছে। তা হলো- কীভাবে এটি মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সহজ এই ভঙ্গিটি করতে কেবল মাংসপেশির শক্তি ও নমনীয়তাই লাগে, বিষয়টি এমন নয়। এটি করার জন্য প্রয়োজন মস্তিষ্কের সক্ষমতাও। অর্থাৎ মাংসপেশির শক্তি ও নমনীয়তার পাশাপাশি মস্তিষ্ক মূলত চোখ, ভেস্টিবুলার ব্যবস্থা ও সোমাটোসেন্সরি ব্যবস্থার তথ্য সমন্বয় করে এক পায়ে দাঁড়ানোর জন্য। উল্লেখ্য, ভেস্টিবুলার ব্যবস্থা হলো কানের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের কেন্দ্র এবং সোমাটোসেন্সরি ব্যবস্থা বলতে নার্ভের জটিল এক নেটওয়ার্ককে বোঝায়, যেটি শরীরের অবস্থান ও শরীর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা বুঝতে সহায়তা করে।

কাউফম্যান বলেন, 'বয়সের সাথে সাথে এই ব্যবস্থাগুলো বিভিন্ন মাত্রায় কমতে শুরু করে'। এর মানে হলো, এক পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে—— এমনটাই বলেন এসপিরিতু ম্যাখেই। পাশাপাশি কোনো কিছুর প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর গতি, প্রতিদিনের কাজ করার সক্ষমতা এবং ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য কত দ্রুততার সাথে সমন্বয় করা সম্ভব—— এই সবই জড়িত।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সবারই মস্তিষ্কের সংকোচন ঘটে। কিন্তু যদি তা খুব আগেই শুরু হয়, তাহলে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা এবং জীবনের শেষ বয়সে অন্যের সাহায্য ছাড়া বাঁচা কঠিন হতে পারে এবং পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের সংগ্রহীত তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের আঘাতপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে যাওয়া। আর এটি সাধারণত ভারসাম্য রাখতে না পারার কারণেই ঘটে। গবেষকেরা এমনও বলছেন যে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুশীলন হতে পারে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমানোর একটি ভালো পন্থা। ট্র্যাসি এসপিরিটু ম্যাকাই বলেন, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুশীলনের ব্যায়ামটি আসলেই ভারসাম্যের নিয়ন্ত্রণের উন্নতি এবং মস্তিষ্কের গঠনে পরিবর্তন ঘটায়। কাউফম্যানের মতে, মানুষ প্রায়শই পড়ে যায় প্রতিক্রিয়ার ধীরগতির কারণে।

তিনি বলেন, 'কল্পনা করুণ আপনি হাঁটছেন। ফুটপাতের একটি গর্তে আপনি হোঁচট খেলেন। এবার আপনি পড়বেন নাকি পড়বেন না, সেটির সাথে শক্তিমত্তার বিষয়টি জড়িত নয়, বরং কত দ্রুত আপনি গর্ত থেকে পা সরিয়ে যেখানে নেওয়া প্রয়োজন, সেখানে নিতে পারবেন, সেটিই বড় বিষয়'।

অদ্ভুত শোনালেও, এক পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা থাকা না থাকার সাথে অকাল মৃত্যুঝুঁকির একটা সম্পর্ক রয়েছে। ২০২২ সালের একটি গবেষণার ভিত্তিতে বলা হয়েছে, মধ্যবয়সে যারা এক পায়ে ১০ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, তাদের পরবর্তী সাত বছরে যে কোনো কারণে মারা যাওয়ার ঝুঁকি ৮৪ শতাংশ। ৫০ বছর থেকে ৫৯ বছর বয়সী দুই হাজার ৭৬০ জন নারী ও পুরুষকে নিয়ে তিনটি পরীক্ষা করা হয়েছিলো। পরীক্ষাগুলো হলো- ১... গ্রিপের শক্তি বা কোনো কিছু আঁকড়ে হাত দিয়ে ধরে রাখার ক্ষমতা যাচাই। ২... এক মিনিটে তারা বসা থেকে কতবার দাঁড়াতে পারেন। ৩... চোখ বন্ধ রেখে তারা কতক্ষণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরীক্ষাটিই সবচেয়ে কাজের বলে প্রমাণিত হয়েছে। যারা এক পায়ে ১০ সেকেন্ড বা এর চেয়ে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন, তাদের তুলনায় যারা দুই সেকেন্ড বা এর চেয়ে কম সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন তাদের মৃত্যুঝুঁকি পরবর্তী ১৩ বছরে তিনগুণ বেশি ছিল। এসপিরিটু ম্যাকাইয়ের মতে, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রম শনাক্ত হওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও এই একই ধরনের প্যাটার্ন দেখা গেছে। মানে, যারা এক পায়ে ভারসাম্য রাখতে পারেন, তাদের স্মৃতিভ্রম ধীর গতিতে হয়। তিনি আরো বলেন, আলঝেইমার রোগীদের মধ্যে যারা এক পায়ে পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না, তাদের সাধারণত জ্ঞানীয় অবক্ষয় (স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মনোযোগের অভাব ইত্যাদি) বা চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া দ্রুতগতিতে হয়।

ভারসাম্যের প্রশিক্ষণ

ভালো খবর হলো, একের পর এক গবেষণা বলছে যে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুশীলনের মাধ্যমে বয়স সম্পর্কিত সমস্যার ঝুঁকি আমরা অনেকটাই কমাতে পারি। এ ধরনের ব্যায়ামকে বিজ্ঞানীরা "সিঙ্গেল লেগ ট্রেইনিং" বলছেন। এসব প্রশিক্ষণ কেবল কোমড়, নিতম্ব ও পায়ের মাংসপেশীই উন্নত করে না, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতিও করে। এসপিরিটু ম্যাকাই বলেন, 'আমাদের মস্তিষ্ক স্থির বা অপরিবর্তনশীল অঙ্গ নয়। এটি বেশ নমনীয় (অর্থাৎ বিকশিত হয়)। এক পায়ে দাঁড়ানোর অনুশীলনের ব্যায়ামটি আসলে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের উন্নতি করে। সেই সাথে মস্তিষ্ক যেভাবে গঠিত সেটিরও পরিবর্তন ঘটায়। বিশেষ করে, ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় এবং শরীরের অবস্থান বোঝার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের যে অংশটি জড়িত সেই অংশটির'। এক পায়ে শরীরের ভারসাম্য রাখা কগনেটিভ

পারফর্মন্যান্স, অর্থাৎ মস্তিষ্কের দক্ষতা ও কার্যকারিতার উন্নতি ঘটায়। কারণ এটি করার সময়ে মস্তিষ্কের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স সক্রিয় হয়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে এটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের ওয়ার্কিং মেমোরি বা সক্রিয় স্মৃতি উন্নত করতে পারে। (সক্রিয় স্মৃতি হলো মস্তিষ্কের একটি জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া, যা সাময়িকভাবে তথ্য ধরে রেখে সেগুলোকে পরিচালনা, বিশ্লেষণ এবং বোঝার কাজে ব্যবহার করে।) চলাফেরার সক্ষমতা বাড়াতে, সেই সাথে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমাতে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী সবাইকে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুশীলনটি শুরু করার পরামর্শ দেন এসপিরিটু ম্যাকাই। তবে, তার মতে সবচেয়ে ভালো হয় যদি এটিকে প্রাত্যহিক রুটিনের অংশ করা যায়।

এই ধরনের প্রশিক্ষণ বার্ধক্যে পৌঁছানোর আরও আগেই শুরু করলে আরো বেশি উপকার পাওয়া যেতে পারে। রিও ডি জেনেইরোর ক্লিনিমেক্স ক্লিনিকের ব্যায়াম ও চিকিৎসাবিষয়ক গবেষক ক্লুদিও গিল আরাউহো এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ও অকাল মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে ২০২২ সালে করা একটি গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি পঞ্চাশোর্ধ সবাইকে ১০ সেকেন্ড এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারার সক্ষমতা নিজে নিজে যাচাই করার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, 'এটি খুব সহজেই দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। দাঁত ব্রাশ করার সময় এক পায়ে ১০ সেকেন্ড দাঁড়ান, তারপর পা বদলে অন্য পায়ে ফের দাঁড়ান। আমি খালি পায়ে ও জুতা পরেদু'ভাবেই করার পরামর্শ দিই, কারণ এগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে'। এর কারণ হলো, জুতা পরে এক পায়ে দাঁড়ানোর তুলনায় খালি পায়ে দাঁড়ালে ভারসাম্যের মাত্রা ভিন্ন হয়।

গবেষকরা বলছেন, থালা বাসন ধোয়ার সময় সিংকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বা দাঁত ব্রাশ করার মতো দৈনন্দিন কাজগুলো এক পায়ে দাঁড়ানোর অনুশীলনের জন্য দারুণ সুযোগ। যতটা সম্ভব কম দুলে, যতক্ষণ পারেন ভঙ্গিটি ধরে রাখার চেষ্টা করুন। দিনে মাত্র ১০ মিনিট ভারসাম্যের চর্চাতেই এক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব।

হালকা চাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিতম্বের শক্তিবর্ধক ব্যায়াম, যা আইসোকিনেটিক ব্যায়াম নামেও পরিচিত, সেটি এক পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্ট্রেন্থ, অ্যারোবিক ও ব্যালেন্স ট্রেইনিংয়ের সমন্বয় পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিসংশ্লিষ্ট কারণগুলো ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। এ কারণেই যোগব্যায়াম বা তাই চির মতো শরীরচর্চা, যেগুলোয় প্রায়শই এক পায়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গি ধরে রাখতে হয়, সেগুলো সুস্থ বার্ধক্যের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয়।

কফম্যান একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে দেখা গেছে তাই চি পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি ১৯ শতাংশ কমাতে সহায়ক। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক বিষয় হলো গিল আরাউজো দেখেছেন, নিয়মিত ও ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে নববইয়ের কোঠায়ও ভালো ভারসাম্য ধরে রাখা সম্ভব, এমনকি তারও পরে। তিনি বলেন, 'আমাদের ক্লিনিকে আমরা ৯৫ বছর বয়সী এক নারীকে পরীক্ষা করেছিলাম, যিনি ১০ সেকেন্ড এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন দুই পায়েই'। 'আমরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের জৈবিক ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত করতে পারি। সেটি আপনি শতায়ু হলেও সম্ভব'।

ছুটির দিনে বাড়তি ঘুমিয়ে শরীরের ক্ষতি করছেন না তো?

আমাদের শরীরের ভেতরে একটি প্রাকৃতিক ঘড়ি থাকে, যাকে বলে সার্কাডিয়ান রিদম। এটি আমাদের ঘুম ও জাগরণের সময় নিয়ন্ত্রণ করে। যখন আমাদের সামাজিক জীবনের ব্যস্ততা (যেমন: অফিস, স্কুল বা আড্ডা) আমাদের শরীরের এই প্রাকৃতিক ঘড়ির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তখনই তৈরি হয় সোশ্যাল জেট ল্যাগ।

সহজ কথায়, আপনি যদি কাজের দিনগুলোয় রাত ১১টায় ঘুমান এবং ভোর ৬টায় ওঠেন, কিন্তু ছুটির দিনে রাত ২টায় ঘুমান এবং সকাল ১০টায় ওঠেনতবে আপনার শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়িটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এটি অনেকটা ভিন্ন টাইম জোনের দেশে ভ্রমণের ফলে হওয়া 'জেট ল্যাগ'-এর মতোই প্রভাব ফেলে, যদিও আপনি আপনার নিজের বিছানাতেই থাকছেন।

এটি কি পরিচিত সমস্যা?

এখনকার আধুনিক জীবনযাত্রা অনেকটা অস্থির। সারাক্ষণ কাজ আর কাজ। ঘুমানোর জন্য সময় কোথায়? আবার বিভিন্ন সাইজের লম্বা সময়ের স্ক্রিন টাইম আমাদের সার্কাডিয়ান রিদমকে ব্যাপকভাবে ছন্দপতন ঘটাচ্ছে। এ ছাড়া যে পেশাগুলোয় দিন ও রাতের শিফট হিসেবে কাজ করতে হয়, তাঁদের সোশ্যাল জেট ল্যাগ বেশি হয়।

কেন এটি বিপজ্জনক?

জেট ল্যাগের কারণ পর্যাপ্ত ঘুমানোর পরও সকালে ঘুম থেকে গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল জেট ল্যাগ কেবল ক্লান্তি তৈরি করে না, বরং শরীরের বিপাকপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

হৃদরোগের ঝুঁকি: ঘুমের সময়ের এ অনিয়ম হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় প্রায় ১১ শতাংশ।

মানসিক স্বাস্থ্য: মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। অবসাদ ও কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হয়।

ডায়াবেটিস ও স্থূলতা: শরীরের ঘড়ির ছন্দ নষ্ট হলে ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করে না, ফলে ওজন বেড়ে যাওয়া এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তৈরি হয়।

মনোযোগের অভাব: এটি মস্তিকের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে কাজে ভুল হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। মানসিক সমস্যা: সোশ্যাল জেট ল্যাগের ফলে ইমোশনালি ভালো থাকা কমে যায়। মুড সুইং, অস্থিরতা এমনকি ডিপ্রেশন বেশি দেখা দেয়। লক্ষণগুলো কী কী? ১. পর্যাপ্ত ঘুমানোর পরও সকালে ঘুম থেকে উঠতে প্রচণ্ড কষ্ট লাগে। ২. সপ্তাহের শুরুতে (বিশেষ করে রোববার) প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ হয়। ৩. দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম পায়। ৪. রাতে সময়মতো ঘুম আসে না। প্রতিরোধের উপায় দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম পায় এ সমস্যা থেকে বাঁচতে জীবনযাত্রায় সামান্য পরিবর্তনই যথেষ্ট। একই রুটিন মেনে চলা: ছুটির দিন হোক বা কাজের দিন, প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো এবং ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন। সময়ের পার্থক্য যেন এক ঘণ্টার বেশি না হয়।

সকালের আলো: ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা খুলে দিন বা বাইরে যান। মাত্র ১৫ মিনিটের প্রাকৃতিক আলো আমাদের শরীরের ঘড়িকে সময় বুঝতে সাহায্য করে।

গ্যাজেট থেকে দূরে থাকুন: ঘুমানোর অন্তত এক ঘণ্টা আগে মোবাইল বা ল্যাপটপের নীল আলো থেকে দূরে থাকুন।

দুপুরের ঘুম পরিহার: ছুটির দিনে দুপুরে লম্বা সময় না ঘুমিয়ে বরং ২০ মিনিটের একটা পাওয়ার ন্যাপ নিন। এতেই আপনার শরীর চাঙা হবে, আবার রাতেও তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারবেন।

আঘাত পেয়ে নীল হয়ে গেলে কী করা উচিত

প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে ও খেলাধুলার সময় শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগতে পারে। অনেক সময় আঘাত পাওয়া জায়গাটি নীল হয়ে যায়। অনেকে এতে ঘাবড়ে যান। আদতে আঘাত পাওয়া জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে এ রকম হয়। আমাদের ত্বকের ঠিক নিচে থাকে ছোট ছোট রক্তনালি। কোনো আঘাতে এসব নাজুক রক্তনালি ফেটে যেতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে চামড়ার নিচে এটি দেখতে নীল বর্ণের মতো দেখায়। গাত্রবর্ণের ভিন্নতায় সেটি দেখতে বিভিন্ন বর্ণের মতো হতে পারে।

করণীয় প্রথমত মনে রাখতে হবে, ত্বকের নিচের অংশের রক্ত জমাট বাঁধা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে দ্রুত আগের অবস্থায় আনতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন

করা যেতে পারে। যেমন ১. আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ। আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় ঠান্ডা দিলে ওই জায়গার রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে বেশি রক্তপাত হয় না এবং ফোলা ও ব্যথা কম হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত নীল হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যথার ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে।

রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ ২. আক্রান্ত জায়গাটিতে প্রথমে মালিশ করলে তেমন কোনো লাভ হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে মালিশ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে হাড় ভেঙেছে কি না। যদি হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিশ করা যাবে না।

৩. রক্ত জমাট বাঁধার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে এই চিকিৎসা কার্যকর। আঘাতের জায়গায় তাপ দিলে এটি কমতে পারে। ৪. আঘাত পাওয়া স্থানে শক্ত কোনো কিছু, যেমন দাঁতের ব্রাশ বা ধাতব ব্রাশ ঘষলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে জমাট বাঁধা রক্ত সরে যাবে, তবে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। ৫. রক্ত জমাট বাঁধা স্থানে টুথপেস্ট মাখালে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং জমাট বাঁধা রক্ত সরে যেতে পারে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গরম কিছুর সেঁক দেবেন না। কারণ, গরম সেঁক দিলে ওই জায়গায় রক্ত এসে জমা হয়। পরে ওই রক্ত জমাট বেঁধে গেলে জায়গাটা বেশি ফুলে যায় এবং ফুলে ওঠা জায়গাটিতে প্রচণ্ড ব্যথা করে। সে জন্য প্রথমে ওই স্থানে বরফ বা ঠান্ডা সেঁক দিতে হয়, তাহলে রক্তনালির সংকোচনের জন্য ওই স্থানে রক্ত আসে না। এক থেকে দুই দিন পর অবশ্য গরম সেঁক দিতে হবে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন কিছু কিছু রোগ আছে, যেগুলোতে সহজে রক্তক্ষরণ হয়। এ ধরনের রোগে অল্প ব্যথাতেই ত্বক নীল হয়ে যায়। অনেক সময় সেটি বড় আকার ধারণ করে। মেডিকেলের ভাষায়, এটি ব্রুইজ, একাইমোসিস নামে পরিচিত। এ ধরনের রক্তক্ষরণের নমুনা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। অনেকে রক্ত পাতলা করার বা তরল রাখার ওষুধ খান, যেমন ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিন। এসবের পার্শপ্রতিক্রিয়া থেকে বেশি রক্তপাত হতে পারে। এমনটা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

লাল নাকি কাঁচা টমেটো, কোনটি বেশি ভালো

বাজারে লাল ও কাঁচাদুই ধরনের টমেটোই এখন দেখা যাচ্ছে। টমেটো মূলত শীতের সবজি হলেও এখন সারা বছরই 'লাল বাবু'কে অর্থাৎ লাল টমেটো চোখে পড়ে। তবে শীতের সময়ই সবুজ বা কাঁচা টমেটো পাওয়া যায়। লাল ও কাঁচা টমেটোদুটোই বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ, তবে গুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতায় কিছুটা ভিন্নতা আছে।

কাঁচা টমেটোর পুষ্টি - ভটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম ও ফলেট পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক আর ফলেট কোষ বৃদ্ধিতে ও গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। লাইকোপিন- প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট লাইকোপিন কোষের বিভাজন সঠিকভাবে হতে সাহায্য করে এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করে। ফাইবার- কাঁচা টমেটোতে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে কাঁচা টমেটোতে সোলানাইন নামক রাসায়নিক থাকতে পারে, যা বেশি পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

লাল টমেটোর পুষ্টিগুণ লাইকোপিন- লাল টমেটো লাইকোপিনে ভরপুর, যা প্রোস্টেট, কোলন এবং পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। এটি সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করতেও সহায়ক। ভিটামিন এ ও কে- ভিটামিন এ ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে আর ভিটামিন কে হাড় মজবুত করে। হাড়ের টিস্যু পুনর্গঠনে সহায়তা করে। পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। রান্নার প্রভাব- লাল টমেটো রান্নার সময়

কিছু ভিটামিন (যেমন ভিটামিন সি) হ্রাস পায়, তবে লাইকোপিনের পরিমাণ বাড়ে। লাল ও কাঁচা টমেটোর তুলনা লাইকোপিন লাল টমেটোতে লাইকোপিন বেশি, যা ক্যানসার ও হৃদ্রোগ প্রতিরোধে কার্যকর। ভিটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি, যা ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে।

রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে এআইডিডব্লিউ'র বিক্ষোভ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

অমিত শাহের লোকসভা ভাষণ তথ্যসমৃদ্ধ সংসদীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছে: মোদি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর লোকসভায় দেওয়া ভাষণের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, শাহের বক্তব্য তথ্যসমৃদ্ধ এবং সংসদীয় ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছে। বুধবার লোকসভায় দেওয়া ওই ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা-র পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন এবং স্পিকারকে অপসারণের দাবিতে বিরোধীদের আনা নোটিশের কড়া সমালোচনা করেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মোদি লেখেন, ''স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিতভাই শাহের একটি উৎকৃষ্ট ভাষণ। তাঁর বক্তব্য তথ্যসমৃদ্ধ এবং সংসদীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বের পাশাপাশি দেশের অগ্রগতির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেছে।''

লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ বলেন, স্পিকার কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নন, তিনি গোটা সদনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

তিনি বলেন, ''স্পিকার পুরো সদনের অভিভাবক এবং সমস্ত সদস্যের কাছে দায়বদ্ধ। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। বিরোধীরা এই পদক্ষেপের মাধ্যমে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর আঘাত হেনেছে।''

শাহ আরও বলেন, স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সংসদের কার্যপ্রণালীকে দুর্বল করে এবং সাংবিধানিক পদগুলির উপর মানুষের আস্থা নষ্ট করে।

তিনি উল্লেখ করেন, স্পিকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু লোকসভার নিয়ম অনুযায়ী স্পিকারের রায়ই চূড়ান্ত।

বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে শাহ বলেন, স্পিকারকে অপসারণের নোটিশ এনে তারা সংসদে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে এবং বিভ্রান্তিকর দাবি করছে।

তিনি বিরোধীদের এই অভিযোগও খারিজ করেন যে বিরোধী দলের নেতাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, সংসদ নির্দিষ্ট নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী চলে এবং সব সদস্যকেই তা মেনে চলতে হয়।

শাহ আরও বলেন, নিয়ম ভাঙলে সভাপতির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে তিরস্কার করা অস্বাভাবিক নয়।

একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা শশী থারুর-সহ অভিজ্ঞ সাংসদদের সংসদীয় রীতি-নীতি মেনে চলার বিষয়ে দলের অন্যান্য নেতাদের পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানান।ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবেও শাহ বলেন, সংসদের অতীত ইতিহাস বিরোধীদের দাবি সমর্থন করে না। তাঁর দাবি, লোকসভা স্পিকারের বিরুদ্ধে অতীতে তিনবার অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল এবং প্রতিবারই ডেপুটি স্পিকার সেই অধিবেশন পরিচালনা করেছিলেন।

শাহ আরও বলেন, গত সাত দশকে লোকসভা স্পিকারের বিরুদ্ধে তিনটি অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলেও তার কোনওটিতেই বিজেপির ভূমিকা ছিল না।

দিল্লির আকাশসীমায় দুই মাসে ৬২৩টি জিপিএস স্পুফিংয়ের ঘটনা: সংসদে জানাল কেন্দ্র

নতুন দিল্লি, ১২ মার্চ : চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির আকাশসীমায় মোট ৬২৩টি জিপিএস ইন্টারফেরেন্স বা স্পুফিংয়ের ঘটনা ঘটেছে বলে সংসদে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মহল জানান, ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই বছরে বিমান সংস্থাগুলি মোট ২,৩৫৪টি জিপিএস ইন্টারফেরেন্সের ঘটনা রিপোর্ট করেছে।

এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় বেসামরিক বিমান চলাচল অধিদপ্তর (ডিজিসিএ) ২০২৩ সালের ২৪ নভেম্বর একটি অ্যাডভাইজরি সার্কুলার জারি করে। পাশাপাশি ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর আশপাশে জিপিএস স্পুফিং ও জিএনএসএস ইন্টারফেরেন্সের ঘটনা রিয়েল-টাইমে রিপোর্ট করার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) চালু করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই) নিয়মিতভাবে এই ধরনের ঘটনার বিষয়ে তদন্তের জন্য ওয়্যারলেস মনিটরিং সংস্থা-কে অবহিত করে।

সরকারের মতে, জিপিএস স্পুফিংয়ের মতো ঘটনা এখন বিশ্বজুড়েই দেখা যাচ্ছে এবং বিশেষ করে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলের আশপাশে এর সংখ্যা বেশি।

আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থা আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা জিপিএস স্পুফিংকে ইচ্ছাকৃত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারফেরেন্সের একটি ধরন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই ধরনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সংস্থাটি বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ও প্রতিক্রিয়ামূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছে।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সমিতি-ও বিমান সংস্থাগুলির জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

জিপিএস স্পুফিংয়ের ফলে বিমানের অবস্থান ভুল দেখাতে পারে বা ভুয়ো ন্যাভিগেশন তথ্য পাওয়া যায়, যা উড়ান নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে জানিয়েছেন পাইলট ও এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোল কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, দিল্লির আশপাশে প্রায় ৬০ নটিক্যাল মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এমন পরিস্থিতিতে অনেক সময় এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারদের সরাসরি নির্দেশনা দিয়ে ককপিট ক্রুকে বিমান চালাতে সাহায্য করতে হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাত এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সুগিওনো-র সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।

বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে জয়শঙ্কর জানান, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে এবং ভারত-ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশনের বৈঠক দ্রুত আয়োজনের বিষয়ে সম্মত হয়েছেন তাঁরা।

এই ফোনালাপ এমন সময়ে হল, যখন গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর ইরান-কে ঘিরে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইরান ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি ও মিত্র শক্তির উপর।

গত কয়েক দিনে জয়শঙ্কর একাধিক দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গেও এই ইস্যুতে কথা বলেছেন। বুধবার তিনি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ-এর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। সেই আলোচনায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান জ্ঞখদ্দখ জ্ঞখননখ্ন-এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন জয়শঙ্কর।ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জিন-নোয়েল ব্যারোট-এর সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। পাশাপাশি ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘচি-র সঙ্গে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশমন্ত্রী চো হিউন এবং জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল-এর সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

ভারত বরাবরই এই সংঘাতের ক্ষেত্রে উত্তেজনা কমানো, সংযম বজায় রাখা এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে সওয়াল করেছে। পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ায় থাকা ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

তামিলনাড়ুর ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন বিশ্বনাথ আর্লেকার

চেন্নাই, ১২ মার্চ : রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার তামিলনাড়ুর ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল হিসেবে বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণ করলেন। চেন্নাইয়ের ঐতিহাসিক পিপলস প্যালেস, গিন্ডি-এ অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী, মাদ্রাজ হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে রদবদলের পর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সি. ভি. আনন্দ বোস পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর. এন. রবি-কে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব দেন। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আর্লেকারকে আপাতত তামিলনাড়ুর ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বুধবার রাতেই তিনি চেন্নাইয়ে পৌঁছন এবং বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. কে. স্ট্যালিন এবং রাজ্য বিধানসভার স্পিকার এম. আপ্পাভু।

এছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কে.এন.নেহেরু, এম.আর.কে. পানিরসেলভাম, ই.ভি. ভেলু, রঘুপতি, এম. সুব্রহ্মণ্যন এবং শেখর বাবু।

রাজনৈতিক মহলের আরও অনেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাইনর নাগেন্দ্রন এবং প্রাক্তন তেলঙ্গানা রাজ্যপাল তামিলসাই সুন্দররাজন।

রাজ্যের মুখ্যসচিব ও শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকসহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এদিকে বৃহস্পতিবারই আর. এন. রবি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন। স্থায়ী রাজ্যপাল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তামিলনাড়ুর প্রশাসন আর্লেকারের ভারপ্রাপ্ত রাজ্যপাল হিসেবেই পরিচালিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এলপিজি ও সিএনজি সংকটে চেন্নাইয়ের অটো পরিষেবা বিপর্যস্ত, পাম্পে দীর্ঘ লাইন

চেন্নাই, ১২ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের জেরে জ্বালানি সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটায় তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে চেন্নাইয়ের পরিবহণ ব্যবস্থায়। এলপিজি ও সিএনজি চালিত অটোরিকশাগুলির জ্বালানি ভরতে সমস্যায় পড়ছেন হাজার হাজার চালক, ফলে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রীদের বেশি ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

অটোচালকদের অভিযোগ, গত কয়েক দিনে গ্যাস সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ফলে জ্বালানি ভরতে পাম্পে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

অটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার গ্যাসচালিত প্রায় ২৫ শতাংশ অটোরিকশা জ্বালানি ভরতে পারেনি। তামিলনাড়ু অটো থোজিলালার গাল সম্মেলনম-এর রাজ্য কার্যকরী সভাপতি এস. বালাসুব্রামানিয়াম বলেন, ''গতকাল প্রায় ২৫ শতাংশ গ্যাসচালিত অটো জ্বালানি পায়নি। সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে এই সংখ্যা আরও বাড়বে।''

চালকদের অভিযোগ, সরবরাহ সংকটের পাশাপাশি কিছু বেসরকারি পাম্পে অতিরিক্ত দাম নেওয়ার ঘটনাও বাড়ছে। সরকারি নির্ধারিত এলপিজির দাম কেজি প্রতি ৫৯.৪১ টাকা হলেও কিছু জায়গায় তা ৭০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তেল সংস্থার পাম্পেও দাম বেড়ে ৬৪.৫১ টাকা প্রতি কেজি হয়েছে।

বালাসুব্রামানিয়ামের কথায়, "জ্বালানির খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া এড়ানো যাচ্ছে না। বাঁচতে গেলে সামান্য ভাড়া বাড়াতেই হচ্ছে।''

অনেক অটোচালক জানান, খরচ কমানোর জন্যই তারা গ্যাসচালিত অটো ব্যবহার শুরু করেছিলেন। কিন্তু এখন সিএনজি ও এলপিজি না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে পেট্রোলে চলতে হচ্ছে। এতে আয় কমে যাচ্ছে।

শহরের যাত্রীরাও বাড়তি ভাড়ার চাপ অনুভব করছেন। এক যাত্রী জানান, চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে এগমোর পর্যন্ত ভাড়া এখন আগের তুলনায় প্রায় ৪০ টাকা বেশি। আবার আইনাভারম থেকে কোয়েম্বেদু যাওয়ার ভাড়া ১৩০ টাকা থেকে বেড়ে প্রায় ১৮০ টাকা হয়েছে।

পাম্পে অপেক্ষারত চালকদের মতে, এখন গ্যাস ভরতে প্রায় দু'ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগছে। মাদিপাক্কামের একটি স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন এক অটোচালক, তিনি বলেন, "ভিড় এড়াতে ভোরে আসি, তবু সরবরাহ অনিশ্চিত।''

পাম্প মালিকদেরও ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। লিটল মাউন্টের একটি এলপিজি ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার জানান, সরবরাহ না থাকায় তাদের পাঁচটি আউটলেট বন্ধ রাখতে হয়েছে। এতে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ টাকার ক্ষতি হচ্ছে।

আরও একটি স্টেশনের ম্যানেজার জানিয়েছেন, বর্তমান মজুত শেষ হয়ে গেলে মাউন্ট রোডের এলপিজি স্টেশনও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হতে পারে।

ইউনিয়নের দাবি, চেন্নাইয়ে এলপিজি সরবরাহ কেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম হওয়ায় সমস্যা আরও বাড়ছে। শহরে প্রায় ৪০ হাজার এলপিজি চালিত এবং প্রায় ২০ হাজার সিএনজি চালিত অটো রয়েছে, কিন্তু এলপিজি সরবরাহের উপযুক্ত স্টেশনের সংখ্যা খুবই সীমিত।

নিরাপত্তা বিধি অনুযায়ী পেট্রোল ও ডিজেল ট্যাঙ্ক থেকে কমপক্ষে ৫০০ ফুট দূরে এলপিজি ট্যাঙ্ক বসাতে হয়। ফলে শহরে মাত্র প্রায় ১৩টি পাম্পে এলপিজি ট্যাঙ্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়ন নেতারা।

'পাইপ্ল' ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম জড়িত আন্তর্জাতিক প্রতারণা মামলায় চার রাজ্যে সিবিআইয়ের তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : আন্তর্জাতিক অনলাইন বিনিয়োগ ও পার্ট-টাইম চাকরির নামে প্রতারণা চক্রের তদন্তে চার রাজ্যে একযোগে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)। বৃহস্পতিবার সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মোট ১৫টি জায়গায় এই অভিযান চালানো হয়েছে।

এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে দুবাইভিত্তিক ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম পিওয়াইওয়াইপিএল-এর মাধ্যমে বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের যোগ রয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এই মামলা শুরু হয় ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র (আই৪সি)-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে, যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি সংস্থা।

সিবিআই জানিয়েছে, একটি সংগঠিত আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্র অনলাইনে বিনিয়োগ ও পার্ট-টাইম কাজের লোভ দেখিয়ে ভারতের হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

তদন্তে জানা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, মোবাইল অ্যাপ এবং এনক্রিপ্টেড মেসেজিং পরিষেবা ব্যবহার করে প্রতারণার ফাঁদ পাতা হত। প্রথমে অল্প টাকা বিনিয়োগ করিয়ে ভুয়ো লাভ দেখিয়ে ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জন করা হত। পরে তাঁদের আরও বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগে প্ররোচিত করা হত।

প্রতারিত অর্থ পরে একাধিক 'মিউল' ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঘুরিয়ে অর্থের উৎস গোপন করা হত। এরপর আন্তর্জাতিক লেনদেন-সক্ষম ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে এটিএম থেকে টাকা তোলা এবং বিদেশি ফিনটেক প্ল্যাটফর্মে ওয়ালেট টপ-আপের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হত। এই লেনদেনগুলি ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় 'পয়েন্ট অফ সেল' ট্রানজ্যাকশন হিসেবে দেখা যেত। তদন্তে দিল্লি-গুরুগ্রাম সীমান্তের বিজওয়াসনে বসবাসকারী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অশোক কুমার শর্মাকে এই চক্রের মূল হোতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে সিবিআই। অভিযোগ, তিনি একাধিক মিউল অ্যাকাউন্ট ও বিদেশি আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে কয়েকশো কোটি টাকা পাচার করেছেন। এর একটি অংশ ক্রিপ্টোকারেন্সিতেও রূপান্তর করা হয়।

সিবিআই আরও জানিয়েছে, এই চক্রের আরেকটি শাখার মাধ্যমে গত এক বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকা সরানো হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। প্রতারিত অর্থ ১৫টি শেল কোম্পানির অ্যাকাউন্টে জমা করে পরে দুটি সংস্থার মাধ্যমে ঘুরিয়ে দেওয়া হত।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই সংস্থাগুলি ভারতে থাকা ভার্চুয়াল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করে অর্থকে ইউএসডিটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে নির্দিষ্ট 'হোয়াইট-লিস্টেড' ওয়ালেটে পাঠাত।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরেই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তাতে থাকা অর্থ ফ্রিজ করে দেয় সিবিআই। সেই সময় সংস্থাগুলির দফতর এবং পরিচালকদের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল।

সাম্প্রতিক অভিযানে প্রতারণা চক্রের কার্যকলাপ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ডিজিটাল প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে আরও জানা গেছে, জাল নথি ব্যবহার করে অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে শেল কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

সিবিআই জানিয়েছে, অশোক শর্মাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিদেশি নাগরিকসহ এই চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থের সন্ধানও করা হচ্ছে।

'বাংলা তাদেরই ভালোবাসে যারা বাংলাকে ভালোবাসে' নতুন রাজ্যপালকে বার্তা মমতার

কলকাতা, ১২ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের ২২তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই নতুন রাজ্যপাল আর. এন. রবি-কে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শপথ অনুষ্ঠানের পর আলাপচারিতার সময় তিনি বলেন, ''বাংলা তাদেরই ভালোবাসে যারা বাংলাকে ভালোবাসে।''

বৃহস্পতিবার শপথ গ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রী নতুন রাজ্যপালকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান। সেই সময় কথোপকথনের মধ্যেই তিনি এই বার্তা দেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বাংলা ও বাঙালিরা সব ভাষার মানুষের প্রতি সম্মান দেখায়। এখানে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে বাস করে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা তাদেরই ভালোবাসে যারা বাংলাকে ভালোবাসে। এটাই বাঙালির স্বভাব।''

এর উত্তরে রাজ্যপাল আর. এন. রবি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সত্যিই ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী।''

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বার্তা রয়েছে। তাঁদের মতে, রাজভবন ও নবান্নের মধ্যে সুসম্পর্ক তখনই বজায় থাকবে, যদি রাজ্যের স্বার্থ বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া হয়।

তাঁরা মনে করছেন, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের টানাপোড়েনের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মধ্যে একাধিকবার সংঘাত দেখা গেছে। সেই পরিস্থিতি শুরু হয়েছিল প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়-এর সময় থেকে এবং তা পরবর্তী রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বোস-এর আমলেও অব্যাহত ছিল।

উল্লেখ্য, সি. ভি. আনন্দ বোস গত ৫ মার্চ সন্ধ্যায় হঠাৎই রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেদিনই তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আর. এন. রবির নাম ঘোষণা করা হয়। বুধবার তিনি কলকাতায় পৌঁছন এবং বোস নিজের রাজ্য কেরলে ফিরে যান।

গত দেড় দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল পদে শপথ নেওয়া দ্বিতীয় প্রাক্তন আইবি প্রধান হলেন আর. এন. রবি। এর আগে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রাক্তন আইবি প্রধান ও প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম. কে. নারায়ণন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার আইএমএ ত্রিপুরা রাজ্য শাখার আইএমএস হাউসে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3 12-03-2026, 23:30

বর্তমান রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজন ও কন্যা সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল: সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১২ মার্চ: বর্তমান রাজ্য সরকার দিব্যাঙ্গজন ও কন্যা সন্তানদের প্রতি সহানুভূতিশীল। দিব্যাঙ্গজন ও কন্যা সন্তানরা যাতে সমাজের বোঝা না হন সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার জনসচেতনতার পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। আজ বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লক প্রাঙ্গণে আয়োজিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতাধীন সুবিধাভোগীদের সমাবেশে উদ্বোধকের ভাষণে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি সরকারি বিভিন্ন স্কিমে সুবিধাপ্রাপ্ত ৯২৫ জন সুবিধাভোগীর হাতে ৫ হাজার ৫১টি সামগ্রী তুলে দেন। বিশেষত দিব্যাঙ্গজনদের মধ্যে চলন সামগ্রী, গ্রামীণ লোক শিল্পীদের হাতে বাদ্যযন্ত্র, খেলোয়াড়দের মধ্যে বিভিন্ন খেলাধুলার সরঞ্জাম, সামাজিক সহায়তা প্রাপ্তদের মধ্যে আর্থিক অনুদান, জনজাতিদের মধ্যে সুতা বিলি, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬টি সিনটেক্স পানীয়জলের ট্যাঙ্ক তুলে দেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী। এছাড়াও তিনি পোল্ট্রি পালন, শূকর পালন, ছাগল পালন ইত্যাদি স্কিমের সুবিধাভোগীদের মধ্যে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান করেন। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক স্কিমে আজ মোট ১ কোটি ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৭০ টাকার বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।উদ্বোধকের ভাষণে সমাজকল্যাণমন্ত্রী আরও বলেন, দিব্যাঙ্গজনরা যাতে সহজেই তাদের দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট পেতে পারেন সেজন্য রাজ্যের ৮টি জেলাতেই ডি.ডি.আর.সি. খোলা হয়েছে। তিনি বলেন, সকলে মিলেই বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে উদ্যোগ নিতে হবে। এবছর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানসিক দিব্যাঙ্গদের মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতা প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যে প্রায় ৩ হাজার দিব্যাঙ্গকে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ৬০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ যারা রয়েছেন তাদের আগরতলা বিবেকানন্দ ময়দানে শিবির করে শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনরা যাতে সমাজে সম্মান ও স্বাভিমানের সাথে বাঁচতে পারেন সেজন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি নানা চলন সামগ্রী সরকার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে খেলাধুলার উন্নয়নে রাজ্য সরকার ক্রীড়া পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ১২টা সিন্থেটিক ফুটবল মাঠ, ২টি অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক, ১টি হকি খেলার মাঠ, ১টি আন্তর্জাতিক মানের সুইমিং পুল সহ নানা ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায়ও ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মহ হাফিজ উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঋষ্যমুখ ব্লকের বিডিও নরুজ্জামান ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঋষ্যমুখ বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান সুমন উচই, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল পাল এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আজ উত্তর সাড়াসীমায় একটি জিম ও যোগা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই জিম ও যোগা কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

গোমতী জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি তেল ও এলপিজি মজুত রয়েছে: অতিরিক্ত জেলাশাসক

আগরতলা, ১২ মার্চ: গোমতী জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্বালানি তেল ও এলপিজি মজুত রয়েছে। এ বিষয়ে অযথা আতঙ্কগ্রস্থ হওয়ার কোন কারণ নেই। আজ গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ আচার্যি একথা বলেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত জেলায় প্রায় ২ লক্ষ লিটার পেট্রোল, ১ লক্ষ ৬৩ হাজার লিটার ডিজেল এবং ৭৬২টি এলপিজি সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। এছাড়াও ট্রানজিটে রয়েছে ২,০৪০টি সিলিন্ডার। তিনি বলেন, পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি"র বিষয়ে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি রয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা নারী উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫—২০৩০ উন্মোচন, মহিলা উদ্যোগকে উৎসাহে নয়া উদ্যোগ

আগরতলা, ১২ মার্চ : ত্রিপুরায় মহিলা পরিচালিত উদ্যোগকে উৎসাহ ও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করল 'ত্রিপুরা নারী উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫—২০৩০'। বৃহস্পতিবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত এক রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এই নীতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, এই নীতি ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তাঁর কথায়, নতুন এই নীতি রাজ্যের আগ্রহী মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করবে এবং টেকসই উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই নীতির সূচনা এমন এক অগ্রগতিমূলক ভাবনার প্রতিফলন, যা মহিলাদের জন্য আরও বেশি সুযোগ, সহায়তা ব্যবস্থা এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যাতে তারা নিজেদের ভাবনাকে সফল ব্যবসায়িক উদ্যোগে রূপ দিতে পারেন।

তিনি জানান, নারী ক্ষমতায়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে যুক্ত করে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনই এই নীতির লক্ষ্য। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রাজ্যের লক্ষ্যকেও এটি আরও শক্তিশালী করবে।

এই নীতির মাধ্যমে মহিলা উদ্যোক্তাদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে অর্থায়ন, বাজার, প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার সীমিত সুযোগের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক জীবিকাভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে মহিলাদের সংগঠিত ও টেকসই ব্যবসায়িক উদ্যোগে যুক্ত করার লক্ষ্যও এতে রাখা হয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগ আনুষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (পিএমএফএমই) প্রকল্প নিয়েও আলোচনা হয়, যেখানে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সমির ঘোষ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

একসঙ্গে ৭ প্রজাতির আলুচাষ করে তাক লাগালেন বাইখোড়ার কৃষক

আগরতলা, ১২ মার্চ : একসঙ্গে সাত প্রজাতির আলুচাষ করে নজির গড়লেন দক্ষিণ ত্রিপুরার এক কৃষক। বাইখোড়া এলাকার কৃষক মৃণাল দেবনাথ-এর এই উদ্যোগকে ঘিরে এলাকাজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের উদ্যোগ ও পরামর্শে এই এলাকার কৃষকেরা ধানচাষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষেও এগিয়ে এসেছেন। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রসারে কৃষি দপ্তর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপটেই জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় পূর্ব চড়কবাই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষক মৃণাল দেবনাথ একসঙ্গে সাত ধরনের আলু চাষ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি হিমালিনী, চিপসোনা-৩, নীলকণ্ঠ, পোখরাজ, করণ, সঙ্গম এবং উদয়এই সাত প্রজাতির আলু চাষ করেছেন।

এই প্রজাতিগুলির মধ্যে নীলকণ্ঠ আলু বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী। জানা যায়, কর্মসূত্রে বাইরে যাওয়ার সময় সেখান থেকে চারটি নীলকণ্ঠ আলু নিয়ে এসে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ১৬টি চারা রোপণ করেন। বর্তমানে সেই গাছগুলি থেকে প্রায় ১৪ কেজি আলু সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। ভবিষ্যতে এই আলুগুলি সংরক্ষণ করে আরও বড় পরিসরে চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

কৃষক মৃণাল দেবনাথ জানান, জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস-এর পরামর্শ এবং কৃষি দপ্তরের নির্ধারিত নির্দেশিকা মেনে এআরসি চারা ব্যবহার করে তিনি এই চাষ করেছেন এবং এতে ভালো ফলন পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা মৃণাল দেবনাথের আলুর জমি পরিদর্শন করেন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন। পরে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং কৃষকদের জন্য নেওয়া উদ্যোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আলোচনায় আরও জানানো হয়, কীভাবে কৃষকেরা উৎপাদিত আলু সংরক্ষণ করতে পারবেন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে লাভ বাড়াতে পারবেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ভাইস চেয়ারম্যান কেশব চৌধুরী, বিএসসি চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাসসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদাম দাস কৃষক মৃণাল দেবনাথের এই সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। অপরদিকে কৃষক মৃণাল দেবনাথও নিজের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান।

'ক্লিন হোস্টেল গ্রিন হোস্টেল' অভিযানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সেরা হোস্টেলগুলিকে পুরস্কার

আগরতলা, ১২ মার্চ : 'ক্লিন হোস্টেল গ্রিন হোস্টেল' অভিযানের আওতায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সেরা হোস্টেলগুলিকে পুরস্কৃত করা হলো। বৃহস্পতিবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমি-তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ডিস্ট্রিক্ট ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার, পশ্চিম ত্রিপুরা-এর উদ্যোগে ২০২৫-২৬ সালের জন্য জেলা স্তরের এই পুরস্কার প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কল্যাণ আধিকারিক উত্তম কুমার ভৌমিক সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

জানা যায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোট ১৬টি হোস্টেলের মধ্যে থেকে মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিনটি বালক ও তিনটি বালিকা হোস্টেলকে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। হোস্টেলগুলিকে সবুজায়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সামগ্রিক পরিবেশ রক্ষাসহ মোট কুড়িটি বিষয়ের উপর মূল্যায়ন করে এই নির্বাচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা হোস্টেলগুলির পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সবুজায়ন বাড়ানোর উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

শিশু বিহার স্কুলে ভর্তি ফর্ম বিতরণ শুরু, অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহ

আগরতলা, ১২ মার্চ : রাজধানী আগরতলার অন্যতম বনেদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু বিহার স্কুল-এ নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অভিভাবক মহলে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ভর্তি ফর্ম বিতরণ আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত চলবে। এরপর ১৬ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

সমস্ত আবেদনপত্র জমা হওয়ার পর সেগুলি যাচাই-বাছাই বা স্ক্রুটিনি করা হবে। স্ক্রুটিনি সম্পন্ন হওয়ার পর একটি তালিকা প্রস্তুত করা হবে। সেই তালিকায় যেসব শিক্ষার্থীর নাম থাকবে, তাদের মধ্য থেকেই নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে।

মেঘালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ প্রদেশ কংগ্রেসের, শান্তি বজায় রাখার আহ্বান

আগরতলা, ১২ মার্চ : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। মেঘালয়ের গাড়ো পাহাড় স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে এক বিবৃতিতে মত প্রকাশ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আগামী ১০ এপ্রিল গাড়ো হিলস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (জিএইচএডিসি)-এর ৩০ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে ২৭টি আসন গারো আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত, দুটি অসংরক্ষিত এবং একটি রাজ্যপাল মনোনীত আসন। গত ১০ মার্চ দুটি অসংরক্ষিত আসনে অ-আদিবাসী প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে কিছু আদিবাসী যুবক বাধা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ ওঠে। এর জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ, মিছিল ও অশান্তির ঘটনা ঘটে।

তিনি আরও দাবি করেন, পরিস্থিতি এতটাই অবনতির দিকে যায় যে তুরা শহরে একটি পুরনো মসজিদ ভাঙচুর, দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ এবং বিভিন্ন স্থানে হামলার ঘটনা ঘটে। বহু বাঙালি পরিবার প্রাণ বাঁচাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে পাশের রাজ্য আসামের দিকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন কারফিউ জারি করলেও উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেসের মতে, এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং দেশজুড়ে তথাকথিত অনুপ্রবেশকারীদের ইস্যুতে যে ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে, তারই প্রভাব উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও পড়ছে বলে তারা মনে করে।

একই সঙ্গে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনাও উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, ত্রিপুরাতেও আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচন এবং ধর্মনগর বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে, যাতে আসন্ন নির্বাচনগুলি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বাধারঘাটে পতাকা উত্তোলন ও গণঅবস্থান

আগরতলা, ১২ মার্চ : সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি-র ৪০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের ডুকলি মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বাধারঘাট চৌমুহনী এলাকায় পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলনের পর রান্নার গ্যাস, সিএনজি ও পিএনজি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে সেখানে গণঅবস্থান কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়।

ডুকলি মহকুমা কমিটির সভানেত্রী মিনতী মজুমদার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় নেত্রী ঝর্ণা দাস বৈদ্য এবং সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন-এর সর্বভারতীয় নেত্রী নীলাঞ্জনা রায়।

ঝর্ণা দাস বৈদ্য বলেন, বর্তমান সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাশাপাশি রান্নার গ্যাস, সিএনজি ও পিএনজি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে গৃহিণী ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ওপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় এই ধরনের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

অন্যদিকে নীলাঞ্জনা রায় বলেন, মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমজীবী মানুষ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় গণআন্দোলন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

ধর্মনগরে নাথ মিশনের উদ্যোগে বিশাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ মার্চ : নাথ মিশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সারদা শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশাল নাথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। নবগঠিত এই কমিটি ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশের পর এদিন প্রথম বৃহৎ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ধর্মনগর শহরে উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানের সূচনায় নাথ মিশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রণয় নাথ পতাকা উত্তোলন করেন। পরে দেবাদিদেব মহাদেব, মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমিটির সম্পাদক বিমল চন্দ্র দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ অনন্ত নাথ এবং সমাজপতি রাজেন্দ্র লাল নাথ। পুরোহিত অজয় নাথ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ধর্মনগর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে এই শোভাযাত্রা। মিশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা আসামের প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ যোগসাধিকা রাণী ময়নামতী, বিমলা দেবী ও তারা দেবী স্মৃতি মঞ্চে আলোচনা সভা শুরু হয়। সভার মূল বিষয় ছিল নাথ ধর্ম, নাথ সাহিত্য ও সংস্কৃতি: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার কিয়ারাবান্ধ মঠের মোহন্ত স্বামী শিব নাথজী মহারাজ এবং স্বামী ভক্ত নাথজী মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন দেবনাথ, সাহিত্যিক মিলন দত্ত, ঋষিকেশ নাথ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডি.এস.পি. নিহার রঞ্জন নাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট গুণীজন।

সারাদিনব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগাসন প্রদর্শনী, গুণীজন সংবর্ধনা, প্রসাদ বিতরণ এবং সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মিশনের সম্পাদক বিমল চন্দ্র দেবনাথ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। আয়োজকদের মতে, নাথ সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ও প্রসারে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ব্যক্তিগত ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ, কৈলাসহর মহিলা থানায় মামলা

কৈলাসহর, ১২ মার্চ : ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও গোপনে ধারণ করে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল ও হয়রানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঊনকোটি জেলায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে কৈলাসহর মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ফটিকরয় থানাধীন ডেমডুং পাড়ার বাসিন্দা এক জনজাতি মহিলা (বয়স ৩৬) লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, কুমারঘাট এলাকার রাজকান্দি পাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ দেববর্মা কৌশলে তাকে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে এবং তার অজান্তে ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিও ধারণ করে। পরবর্তীতে সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছিল বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, গত ৮ মার্চ অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এক সহযোগীকে নিয়ে মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে। সেখানে তাকে জোর করে পানীয় খাইয়ে অচেতন করে আরও কিছু ভিডিও ধারণ করা হয় এবং তার মোবাইল ফোনও নিয়ে নেওয়া হয় বলে দাবি করেছেন অভিযোগকারী।

জনজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সুতা বিতরণ কর্মসূচি

বিলোনিয়া, ১২ মার্চ : জনজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সুতা বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হলো দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায়। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় রতনপুর কমিউনিটি হল-এ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহকুমাধীন তিনটি ব্লকের মোট ৬০০ জন জনজাতি মহিলার হাতে সুতা তুলে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন দপ্তর-এর অধীন মহকুমা জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিরা পিছিয়ে পড়া জনজাতি পরিবারের মহিলাদের হাতে প্রতিজনকে দেড় কেজি করে সুতা তুলে দেন। সবমিলিয়ে মোট ৯০০ কেজি সুতা বিতরণ করা হয়।

জানা যায়, এই কর্মসূচির আওতায় ঋষ্যমুখ ব্লকের ৪৮০ জন, বিসিনগর ব্লকের ৬০ জন এবং রাজনগর ব্লকের ৬০ জন জনজাতি মহিলার মধ্যে সুতা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিখিল চন্দ্র গোপ, চেয়ারম্যান, বিলোনিয়া পুরপরিষদ; পুতুল পাল বিশ্বাস, চেয়ারম্যান, বিসিনগর পঞ্চায়েত সমিতি; সুমন উচাই, চেয়ারম্যান, ঋষ্যমুখ বিএসসি; বিলোনিয়ার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক স্বরূপ কুমার পাল; জেলা উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক কৃষ্ণ প্রসাদ পাল এবং মহকুমা জনজাতি উন্নয়ন দপ্তরের অফিসার সঞ্জয় শীল সহ অন্যান্যরা।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, জনজাতি মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এই ধরনের সহায়তা পেলে মহিলারা ঘরে বসেই উৎপাদনমূলক কাজে যুক্ত হয়ে নিজেদের আয় বাড়াতে পারবেন এবং পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলেও তারা আশা প্রকাশ করেন।

ধর্মনগরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মিছিল, পালিত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরে মিছিল ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটি পালন করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ধর্মনগর মহকুমা কমিটি।

মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলে নারী নেত্রী ও কর্মীরা চার দফা দাবি তুলে রাস্তায় নামেন। তাদের দাবির মধ্যে ছিল নারীদের সংরক্ষণ বাস্তবায়ন, ভোটাধিকার হরণের চক্রান্ত বন্ধ করা, জীবন-জীবিকার উপর আক্রমণ রোধ এবং সংবিধানের উপর হামলা বন্ধ করা।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আসন্ন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী অমিতাভ দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সম্পাদক রতন রায় সহ বহু নেতাকর্মী ও সমর্থক। মিছিলে অংশগ্রহণকারী নারীরা স্লোগানের মাধ্যমে ধর্মনগর বাজার এলাকায় প্রতিবাদের বার্তা তুলে ধরেন।এদিন সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসও ধর্মনগর মহকুমায় যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য সাথী ভট্টাচার্য সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য হাসি ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক উৎপলা শর্মা, মহকুমা সম্পাদক বিজিতা নাথ সহ অন্যান্য নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই কর্মসূচি নারী শক্তির ঐক্য এবং আন্দোলনের প্রতীক হিসেবেই পালিত হয়েছে।

যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালক

আগরতলা, ১২ মার্চ : আজ সকালে বিশালগড় থানাধীন ভুঁইয়ারমাথা সড়কে একটি বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে গিয়েও অল্পের জন্য এড়ানো যায়। যাত্রীবাহী সোনামুড়াগামী একটি বাসের সঙ্গে একটি বাইকের সংঘর্ষে বাইকটি বাসের নিচে ঢুকে পড়ে। তবে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বাইক চালক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দ্রুতগতিতে চলার সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাইক সামনে থাকা যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং মুহূর্তের মধ্যে বাসের নিচে ঢুকে যায়। পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে বাইক চালক দ্রুত লাফ দিয়ে সরে পড়েন। এর ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়।

ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন। পরে রাস্তার মাঝখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাইকটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

এই ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য ওই সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। তবে বাইক চালক অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

আজ রাজ্য বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

বিল যথাক্রমে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স বিল, টেকনিকাল ইউনিভার্সিটি বিল এবং উইমেন্স বিল উত্থাপন করা হবে।

অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পরে ত্রিপুরা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রাথমিকভাবে অনেকের ধারণা, কোনো গাড়ির ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

ইফতারি নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে সালেখার বাবা মুজিবুর রহমান ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তিনি ত্রিপুরা পুলিশ-এর অধীন চুরাইবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মুজিবুর রহমানের অভিযোগ, ঘটনার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন সালেখা বেগমকে লুকিয়ে রেখেছে। অভিযোগ দায়ের করার পর থেকে মেয়ে ও তার সন্তানদের কোনো খোঁজ পাচ্ছেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানের কাছেও সাহায্য চাওয়া হলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান মেলেনি। থানায় অভিযোগ দায়েরের পরও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং নিখোঁজ মেয়েকে উদ্ধারের ক্ষেত্রেও তেমন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত অসহায় বাবা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে এলাকার সচেতন সমাজ, স্থানীয় প্রশাসন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনার তদন্তে পুলিশের পদক্ষেপ কোন দিকে এগোয়।

নেট বিভ্রাটে গ্যাস বুকিং

● প্রথম পাতার পর

করে কোনোরকমে রান্নার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এভাবে পরিস্থিতি দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ভোক্তারা। সমস্যার দ্রুত সমাধান করে গ্যাস বুকিং ও সরবরাহ স্বাভাবিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোরালো দাবি উঠেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশনের সর্বভারতীয় কনভেনশনে ত্রিপুরার পাঁচ প্রতিনিধি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার (এসজেএফআই) সর্বভারতীয় কনভেনশন এবার দিল্লীতে হতে চলেছে। শুক্রবার থেকে ১৭ মার্চ হবে সর্বভারতীয় এই কনভেনশন। এতে দেশের চারটি জোনের বিভিন্ন রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিকরা অংশ নেবেন। এই কনভেনশনে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা থেকে অংশ নিতে যাচ্ছেন। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হল-এ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যদলের প্রতিনিধিদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ক্রীড়াপ্রেমী ব্যবসায়ী সুজিত সাহাকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা দলে রয়েছেন এসজেএফআই সভাপতি তথা টিএসজেসি-র সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, ফেডারেশনের কার্যকরী সদস্য সুপ্রভাত দেবনাথ, টিএসজেসি-র সচিব অনির্বাণ দেব, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দে এবং সদস্য প্রণব শীল উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে শেষবার এই কনভেনশন হয়েছিল নাগপুরে। এর পর কোভিডের কারনে কনভেনশন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ছয় বছর কনভেনশন আর হয় নি। এবার নতুন করে ফের দিল্লিতে হতে চলেছে।এসজেএফআই এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করতে চলেছে। ফলে এবারের আয়োজন এক বিশেষ মাত্রা পেতে চলেছে। দিল্লী স্পোর্টস জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন এবারের কনভেনশনের আয়োজক। দীর্ঘ ২৩ বছর পর দেশের রাজধানীতে এবার এসজেএফআই-এর জাতীয় কনভেনশন হতে চলেছে। এতে টি-২০ জোনাল ক্রিকেট, এসি বালি টেবিল টেনিস সহ বিভিন্ন বিনোদন মূলক খেলা ও ক্রীড়া বিষয়ক নানা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এতে দেশের একঝাঁক অলিম্পিয়ান ও তারকা ক্রীড়াবিদ সামিল হবেন। থাকবেন প্রথম সারির ক্রীড়া সংগঠকও। এসজেএফআই-এর সর্বভারতীয় সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, জানান, 'সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের এই আয়োজন এসজেএফআই-এর কাছে এক বিশাল আনন্দের মুহূর্ত। গত পাঁচ দশক ধরে ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এসজেএফআই দক্ষতার সাথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করে চলেছে। ২৩ বছর পর ফের দিল্লীতে এবার জাতীয় কনভেনশন হতে চলেছে। যা এক বিশাল মাইল ফলক হয়ে থাকবে। দিল্লীর এই আয়োজন সফল ভাবে ক্রীড়া সাংবাদিকতার উন্নয়নে ভূমিকা নেবে'।এবারের কনভেনশনে ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা পূর্বাঞ্চলের হয়ে জেঁকে বোস ক্রিকেটে অংশ নেবেন। এছাড়া ত্রিপুরা ইউনিট হয়ে এ সি বালি টেবিল টেনিস সহ ফুটবলের পেনাল্টি শুট আউট, বাস্কেটবলের ফ্রি থ্রো এবং গলফের পাটিং-এ অংশ নেবেন।

তেলিয়ামুড়া নিউ স্টার ক্লাবের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সেরা বিপিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। তেলিয়ামুড়া নিউ স্টার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সুধাঙ্ক দাস স্মৃতি নকআউট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জমজমাট ফাইনাল ম্যাচ বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়ার ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় নেতাজি স্মৃতি সংঘ এবং বিপিসি দল।এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নন্দন রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী গোপাল বর্মন, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।ম্যাচ শুরুর আগে প্রয়াত সুধাঙ্ক দাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে খেলার শুভ সূচনা করেন।টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বিপিসি দল। ব্যাট করতে নেমে নেতাজি স্মৃতি সংঘ নির্ধারিত ১৬ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিপিসি দল দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে মাত্র ১২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান তুলে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে।খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন হয় বিপিসি দল এবং তারা আকর্ষণীয় রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল পুরস্কার হিসেবে জিতে নেয়। অন্যদিকে রানার্স আপ হয় নেতাজি স্মৃতি সংঘ এবং তারা পুরস্কার হিসেবে পায় একটি পালসার মোটরসাইকেল।এছাড়াও পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য ম্যান অফ দ্য সিরিজ নির্বাচিত হন নেতাজি স্মৃতি সংঘের খেলোয়াড় বিক্রম দেবনাথ। পুরো টুর্নামেন্টে তার ব্যক্তিগত রান সংখ্যা ছিল ১৯৮ এবং সে পুরো টুর্নামেন্ট খেলে সর্বমোট ১১টি উইকেট নিতে সক্ষম হয়েছে বলে জানা গেছে। পুরস্কার হিসেবে তাকেএকটি আকর্ষণীয় আইফোন প্রদান করা হয়।ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে এই টুর্নামেন্টের সফল সমাপ্তি ঘটে।

রবিশঙ্করের অলরাউন্ড ম্যাজিক : ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে হারিয়ে ১ম জয় মৌচাকের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় দিনে জয়ের খাতা খুলল মৌচাক ক্লাব। বৃহস্পতিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা শক্তিশালী ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৭২ রানে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে পোলস্টারের কাছে ৩৮ রানে হারলেও, এদিন দাপুটে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়াল মৌচাক। ব্যাটে-বলে অনবদ্য পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের নায়ক হয়ে রইলেন রবিশঙ্কর মুড়াসিং।এদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভার শেষ হওয়ার ঠিক ২ বল আগে ৩১৯ রানে অল-আউট হয় মৌচাক। ওপেনার প্রীতম দাস ১০৮ বলে ৯৪ রানের একটি দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল ১২টি দৃষ্টিনন্দন চারের মার। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন কিষাণ মুড়াসিং (৫৮) এবং রবিশঙ্কর মুড়াসিং (৪৫)। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক সুভাষ চক্রবর্তী ৩টি উইকেট নিলেও বিস্ময় দেবনাথ ৪৪ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে মৌচাককে আটকানোর চেষ্টা করেন।সিকান্দার-রবিশঙ্করের বোলিং ও অভিসারের বিফল সেঞ্চুরি উল্লেখযোগ্য।৩২০ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের। যদিও এক প্রান্ত আগলে রেখে অভিসার ৯৭ বলে ১০৬ রানের (১৬টি চার, ১টি ছক্কা) এক অনবদ্য শতরান উপহার দেন, কিন্তু অন্য প্রান্তে যোগ্য সহায়তার অভাবে তা বৃথা যায়। চন্দ্রেশ ৪৪ রান করলেও মৌচাকের বোলার সিকান্দার কুমারের গতির সামনে অসহায় হয়ে পড়ে দল। সিকান্দার ১০ ওভারে ৪৭ রান দিয়ে ৫টি উইকেট দখল করেন। রবিশঙ্কর মুড়াসিং ৮.২ ওভারে ৪১ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ইনিংসের ইতি টানেন ৪৬.২ ওভারে ২৪৭ রানে।ব্যাট হাতে ৪৫ রান এবং বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে অসামান্য অলরাউন্ড নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য রবিশঙ্কর মুড়াসিং ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।ম্যাচ পরিসংখ্যান:মৌচাক ক্লাব: ৩১৯/১০ (৪৯.৪ ওভার)ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস: ২৪৭/১০ (৪৬.২ ওভার)ফলাফল: মৌচাক ৭২ রানে জয়ী।

ঘুরে দাঁড়ালো কসমোপলিটান বিসিসি-কে হারিয়ে প্রথম জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচে বড় ব্যবধানে হারের গ্লানি ভুলে জয়ের সরণিতে ফিরল কসমোপলিটান ক্লাব। বৃহস্পতিবার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সন্তোষ মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ম্যাচে বিসিসি-কে ৮১ রানে হারিয়ে লিগে প্রথম পয়েন্ট সংগ্রহ করল তারা। গত ৭ মার্চ ওল্ড প্লে সেন্টারের কাছে ১৪১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পর এদিন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত কামব্যাক করল দল। বল হাতে ৩ উইকেট নিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন অধিনায়ক শঙ্কর দাস।বোলারদের বিরুদ্ধে কসমোপলিটানের লড়াই।এদিন সকালে পিটিএ গ্রাউন্ডে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করার চেষ্টা করে কসমোপলিটান। দলের পক্ষে সম্রাট সূত্রধর ৪৮ বলে লড়াকু ৪৫ রান করেন। কিষাণ মুড়াসিং ৫০ বলে ৫৮ রানের একটি সুন্দর ইনিংস উপহার দেন। এছাড়া অর্কজিৎ রায় ৩১ রান করলে ৪৬.১ ওভারে ২৩০ রানে থামে কসমোপলিটানের ইনিংস। বিসিসি-র বোলারদের মধ্যে অনুভব ১০ ওভারে মাত্র ২৬ রান দিয়ে ৩টি এবং অনুজ পাল ২৯ রানে ২টি উইকেট নিয়ে কসমোপলিটানকে আড়াইশোর নিচে আটকে রাখেন।শঙ্করের বোলিং ও বিসিসি-র ব্যাটিং বিপর্যয় উল্লেখ করার মতো।২৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কসমোপলিটানের বোলারদের দাপটে দাঁড়াতেই পারেনি বিসিসি। বিশেষ করে অধিনায়ক শঙ্কর দাসের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে তারা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে। বিসিসি-র পক্ষে সিদ্ধার্থ দেবনাথ (৩৪) এবং অনুজ পাল (২৪) সামান্য লড়াই করলেও বাকিরা ব্যর্থ হন। শঙ্কর দাস ১০ ওভারে ২ মেডেন সহ মাত্র ২৭ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করেন। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন দানবীর সিং, অমরেশ দাস এবং অর্কজিৎ রায়প্রত্যেকেই ২টি করে উইকেট নেন। শেষ পর্যন্ত ৪১ ওভারে ১৪৯ রানেই গুটিয়ে যায় বিসিসি।বোলিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য কসমোপলিটানের অধিনায়ক শঙ্কর দাস ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। এই জয়ের ফলে ৮ দলের এই লিগ পদ্ধতিতে নিজেদের অবস্থান কিছুটা মজবুত করল কসমোপলিটান।ম্যাচ পরিসংখ্যান:কসমোপলিটান: ২৩০/১০(৪৬.১ ওভার)বিসিসি: ১৪৯/১০(৪১ ওভার)ফলাফল: কসমোপলিটান ৮১ রানে জয়ী।

ভালভার্দের হ্যাটট্রিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারাল রিয়াল মাদ্রিদ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে এক পা বাড়িয়ে রাখল রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার রাতে তারা ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। হ্যাটট্রিক করেছেন অধিনায়ক ফেদেরিকো ভালভার্দে। অন্য দিকে, গত বারের বিজয়ী প্যারিস সঁ জরমঁ ৫-২ গোলে হারিয়েছে চেলসিকে। বোডো/গ্লিমট ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্পোর্টিং লিসবনকে।বুধবার রাতে ম্যাচের শেষে ম্যান সিটি একটি বিষয় ভেবে হাঁফ ছাড়তে পারে যে, তাদের আরও বেশি গোল খেতে হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে একটি পেনাল্টি নষ্ট করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। আরও কিছু সুযোগ নষ্ট হয়েছে। না হলে আরও বেশি ব্যবধানে জিততে পারত রিয়াল।প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে ফেলেন ভালভার্দে। তিনটি গোলই ভাল করেছেন। তাঁর মধ্যে তৃতীয় গোলের ক্ষেত্রে মার্ক গেহির মাথার উপর দিয়ে বল নিয়ে গিয়ে সপাটে ভলিতে যে গোলটি করেছেন তা নিয়ে চর্চা হচ্ছে বেশি। চোটের কারণে রিয়াল এই ম্যাচে পায়নি কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্যাম এবং রদ্রিগোকে। তাঁদের অভাব বুঝতেই দেননি ভালভার্দেরা। কোচ আলভারো আর্বেলোয়া বলেছেন, "আমরা রিয়াল মাদ্রিদ। কখনওই আমাদের মৃত বলে ভেবে নেবেন না।"গত বছর ক্লাব বিশ্বকাপে চেলসি হারিয়েছিল পিএসজিকে। তার প্রতিশোধ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিল প্যারিসের ক্লাব। ব্র্যাডলি বার্কোলা পিএসজি-কে এগিয়ে দিলেও সমতা ফেরান চেলসির মালো গাস্টো। প্রথমার্ধেই ওসমানে দেম্বেলে গোল করে পিএসজি-কে এগিয়ে দেন।

PNIT No.: 104/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 9th March, 2026.
1. The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online EPC e-tender in two bid system (Eligibility and Financial) for- Construction of Tripura Bhawan at Sector-17, Dwarka, New Delhi on Engineering, Procurement and Construction (EPC) basis
2. Estimated cost put to Tender: 54.45 Cr.
3. Period of Completion: 720 days (including Planning, design and obtaining Approval, execution and completion of work)
4. Bid Security/Earnest Money Deposit: 1.09 Cr.
5. Bid Fee:20,000.00
6. Last date & time for online Bidding: April 13, 2026, 15:00 hours
The bid forms and other details 'including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-4799/26
Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD (Buildings), Agartala, Tripura

NOTICE INVITING TENDER
Sealed cover tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura commercial bid & technical bid separately from the bonafide Owner/Suppliers/ firms/Agencies for hiring of 08(Eight) Nos LMVs in C/W Law & Order duties at PS level for a period of 01-Year w.e.f-08/02/2026 to 07/02/2027 under North Tripura District.
A copy of tender notice may be obtained from the office of the under signed on any working day during office hours up to 1600 Hrs. The closing time/ date of tender is at 1600 Hrs on 17/03/2026 and may be opened on the same day, if Possible.
ICA/C-4793/26
Superintendent of Police
North Tripura Dharmanagar

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: ePT-87/EE/RD/KGT/DIV/TEN/2025-26 dt. 09/03/2026
On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. on 16/03/2026 for 03 nos works below 10.00 Crore each For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail: een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4784/26
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

Admission Notice- 2026-27
Umakanta Academy English Medium
Agartala, West Tripura
Distribution of Admission Forms: 16/03/2026 to 18/03/2026 Collection of Admission Forms: 19th, 20th and 23rd March,2026 Classes: Nursery, KG-II, Class-II, III & IV (Distribution and collection from 7 AM to 10 AM every day). VI, VII, IX(Distribution and collection from 11.30 AM to 2.30 PM everyday)
For Nursery and KG-II both boys and girls, and from Class-II onwards boys only.
Vacancies and other details are displayed on the school Notice Board
ICA/D-2131/26
(Ramkrishna Bhattacharya)
Principal
Umakanta Academy English Medium.

NIT NO: e-PT-54/W/EE/RD-DIV/JRN/2025-26 Dt. 07/03/2026
The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites percentage/rate e- tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders upto 3.00 P.M. of 13/03/2026 for 01 (One) no. Work (2nd call). For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4801/26
Sd/- Executive Engineer
RD Jirania Division
Jirania, West Tripura

PNIET No.: 36/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 07.03.2026
The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time for document downloading & bidding	Time & date of Opening of Bid
1	DNIT No: 68/NIT/ SE-III/R/2025-26	39,58,575.00	79,172.00	90 Days	Upto 03.00 PM on 16.03.2026	At 04.00 PM on 16.03.2026 if Possible
2	DNIT No: 79/NIT/ SE-III/R/2025-26	35,06,192.00	70,124.00	150 Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in.
• Bid Fee of 1000.00 only (Non Refundable)
• Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-4787/26
(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 60/EE/AGRI/W/2025-26
The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in single/two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of work & e-D.N.I.T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Preparation of estimate against master plan on design of landscaping and beautification with overall infrastructure development of Rabindra Kanan Amusement park/ S.H: Water fountain and electrification work. (91/AGRI/EE(WEST-I)/2025-26)	5,69,000	11,380	Upto 16/03/2026 at 2.0 PM	At 3.00 PM on 16/03/2026	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-4805/26
(Er. Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W Agartala, Tripura (West)

বিশ্বজয়ের রাতে জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগ, হার্দিকের বিরুদ্ধে দায়ের এফআইআর

বিশ্বকাপ জিততে না জিততেই নতুন বিতর্কে জড়ালেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। জাতীয় পতাকা অবমাননার দায়ে ভারতীয় অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগকারী এক আইনজীবী। তিনি পুলিশকে এই ঘটনার জন্য এফআইআর দায়ের করার কথা জানিয়েছেন।

পুণেতে শিবাজি নগর থানায় হার্দিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন ওয়াজিদ খান নামক এক আইনজীবী। সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, "আপনারা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দেখেছেন। হার্দিক পাণ্ডিয়া তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে নাচছিলেন। তাঁর পিঠে জাতীয় পতাকা বাঁধা ছিল। ১৯৭১ সালের জাতীয় পতাকা আইনের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী, জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু জয়ের আনন্দে তিনি এতটাই ডুবে গিয়েছিলেন যে, জাতীয় পতাকা পরে শুয়ে পড়েছিলেন। যা আমার মতে পতাকার প্রতি অসম্মান।"

তিনি আরও বলেছেন, "হার্দিকের এই কাজ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে একটি অপরাধ। সেই কারণে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। জাতীয় পতাকার মর্যাদাকে সম্মান করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।"

পুণের আইনজীবীর সংযোজন, "আমি শিবাজি নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। প্রথমে পুলিশ জানায় ঘটনাটি অন্য জায়গায় ঘটেছে। আমি তাদের জানাই, জাতীয় পতাকা তো গোটা দেশের প্রতীক। তাই এখানেও অভিযোগ জানানো যায়। পুলিশ আমার অভিযোগ গ্রহণ করেছে। একটি কপিও দিয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়।"

মাঠে এখন হার্দিক পাণ্ডিয়ার ছায়াসঙ্গী মাহিকা শর্মা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর মাঠেই হার্দিককে চুমু খান মাহিকা। না, এখন আর শুধু বান্ধবী নন। মাহিকা এখন তাঁর 'স্ত্রী'। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মাঠেই তাঁকে 'মিসেস'-এর মর্যাদা দেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। ২০২৪ সালে নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন হার্দিক। তারপর জীবনে বহু উত্থানপতন এসেছে। তারপর তাঁর হাত ধরেছেন মাহিকা। এমনকী ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গেও যথেষ্ট 'ভাব' মাহিকার। হার্দিকের ম্যাচ থাকলে স্টেডিয়ামে মাহিকাকে দেখা যাওয়াটাই নিয়মিত ঘটনা হয়ে গিয়েছে। সেমিফাইনালেও প্রেমিকের পুত্রকে কোলে নিয়ে ম্যাচ দেখেন মাহিকা। একসঙ্গে টেনশন করলেন, একসঙ্গে সেলিব্রেশনও করলেন। সেই হার্দিকের বিরুদ্ধে এবার দায়ের হল জাতীয় পতাকাকে অবমাননার অভিযোগ।

বিশ্বকাপ ফুটবল বয়কট করছে ইরান! আমেরিকায় খেলবে না ঘোষণা সে দেশের ক্রীড়ামন্ত্রীর, তিন মাস আগে জট ফুটবলবিশ্বে

আমেরিকায় ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর তিন মাসও বাকি নেই। তার আগে বুধবার ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে আমেরিকায় তাদের বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। ফলে একটি দেশের সংখ্যা কমে গেল বিশ্বকাপে। ফিফা এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

বুধবার ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমদ দোনিয়ামালি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, "এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে। সেটা মাথায় রেখে কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা বিশ্বকাপে খেলতে যাব না। আমাদের শিশুরা নিরাপদ নয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ খেলার কথা মাথায় রাখাই উচিত নয়।"

তিনি আরও বলেছেন, "ওরা ইরানের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছে। গত আট-ন'মাসে দু'বার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। তাই ওই দেশে আমাদের উপস্থিত থাকার কোনও দরকার নেই।" ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আল খামেনেইয়ের হত্যাকে তুলে ধরেছেন আহমদ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তিনি জানান, বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়ে কথা হয়েছে দু'জনের। পাশাপাশি ইরানের অংশগ্রহণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, বিশ্বকাপে খেলতে আসার জন্য আমেরিকা স্বাগত জানাবে ইরানকে।" ঠিক তার পর দিনই নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিল ইরান।

উল্লেখ্য, ইরান যে খেলবে না তার আঁচ পাওয়া গিয়েছিল কিছু দিন আগেই। গত ১ মার্চ ইরানের ফুটবল সংস্থার মুখ্যকর্তা মেহদি তাজি জানিয়েছিলেন, পরিস্থিতি যা তাতে আমেরিকায় গিয়ে ইরানের বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা খুবই কম। ইরানের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত চ্যানেলে মেহদি বলেছিলেন, "আমেরিকার আক্রমণের পর ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে এই সিদ্ধান্ত নেবেন ক্রীড়াকর্তারাই।"আগামী ১১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। এশিয়ার যোগ্যতা অর্জন পর্বে গ্রুপ এ-তে জয়ী দল হিসাবে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করেছিল ইরান। তাদের তিনটি ম্যাচই হত আমেরিকার মাটিতে। ১৫ এবং ২১ জুন তারা খেলত লস অ্যাঞ্জেলেসে, যথাক্রমে নিউ জিল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের বিপক্ষে। ২৬ জুন মিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল সিয়াটলে।গত ৪ মার্চ ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইরান বিশ্বকাপে খেলল কি না, তা নিয়ে পাত্তাই দিতে রাজি নন। 'পলিটিকো'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইরানের খেলা নিয়ে। তিনি বলেন, "আমার কোনও যায়ই আসে না। আমার মনে হয় ইরান খুব খারাপ ভাবে হেরে যাওয়া একটা দেশ। ওদের সব শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে।"

বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: রাজ্যপাল

আগরতলা, ১২ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নারী ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি, উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে জ্বালানি গ্যাসের ব্যবস্থা করা, জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক উন্নতি করার মত প্রকল্পগুলি সারা দেশে রূপায়ণ করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প নারীদের ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আজ সকালে মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের রবীন্দ্র হলে কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম-উষা প্রকল্পের সহযোগিতায় আয়োজিত দু'দিনব্যাপী ''প্রেসিং উইমেনস ইস্যুস, মেন্টাল ওয়েল-বিইং অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট, দি ওয়ে ফরোয়ার্ড'' শীর্ষক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু একথা বলেন।

রাজ্যপাল বলেন, বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে নারীদের উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের অগ্রগতি করতে হলে নারীদেরও অগ্রগতি করতে হবে। শিশু কন্যাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের নারীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এবং নেতৃত্বদানেও তারা যেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন এজন্য রাজ্য সরকার কাজ করছে। নারীদের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্যও তা অপরিহার্য। প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যপাল জাতীয় মহিলা কমিশন, ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন গঠনের প্রাসঙ্গিকতাও তুলে ধরেন।

জাতীয় সেমিনার উপলক্ষে আয়োজিত পোস্টার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে রাজ্যপাল পুরস্কার ও স্মারক উপহার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর (ডা.) বিভাস দেব, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, এমবিবি কলেজের প্রিন্সিপাল ড. অর্জুন গোপ, এমবিবি কলেজের ছাত্র সাগরি জমাতিয়া এবং তন্ময় দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলোচনাচক্র আয়োজক কমিটির সম্পাদক ড. দীপা ঘোষ। লোকভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা: আমবাসায় প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১২ মার্চ: ধলাই জেলা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে আমবাসা পঞ্চায়েতরাজ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে আয়োজিত যুব আপদা মিত্র স্বেচ্ছাসেবকদের তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির আজ শেষ হয়েছে। শিবিরে জেলার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অগ্নি নির্বাপক, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই সাথে বিপর্যয় পরিস্থিতিতে কিভাবে মোকাবিলা করা হয় সে সংক্রান্ত বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির জেলা আধিকারিক প্রবীর দেববর্মা জানান, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আগামী দিনগুলিতে কালবৈশাখী সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।

বিলোনিয়ায় সাতদিনব্যাপী নাট্য কর্মশালার সূচনা

বিলোনিয়া, ১২ মার্চ : দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক সাতদিনব্যাপী এক নাট্য কর্মশালার সূচনা হলো বৃহস্পতিবার বিলোনিয়ায়। এদিন দুপুর তিনটা নাগাদ বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব-এ চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপস্থিত অতিথিরা।

জানা গেছে, প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে এই কর্মশালা এবং টানা সাতদিন ধরে নাট্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বিভিন্ন দাবিতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ আশাকর্মী ও পাম্প অপারেটর সংগঠনের

আগরতলা, ১২ মার্চ : বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল অল ত্রিপুরা আশা-ফেসিলিটেটরস ও আশাকর্মী অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা অনিয়মিত ডিডাব্লিউএস পাম্প অপারেটর সংঘ। বুধবার মজদুর মনিটরিং সেল অনুমোদিত এই দুই সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী ১৩ মার্চ থেকে রাজ্যে বিধানসভার পবিত্র অধিবেশন শুরু হতে চলেছে এবং তার সঙ্গে বাজেট অধিবেশনও অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনকে সামনে রেখে সংগঠন দু'টি তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সরকার ও রাজ্যবাসীর সামনে তুলে ধরেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা বলেন, বর্তমানে এই দুই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেও সেগুলির স্থায়ী সমাধান এখনও হয়নি। তাদের দাবি, আশাকর্মী, আশা-ফেসিলিটেটর এবং অনিয়মিত ডিডাব্লিউএস পাম্প অপারেটরদের ন্যায্য দাবি দ্রুত মেনে নিয়ে সরকার যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং রাজ্যবাসীর কাছে তাদের সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরতেই এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

ঊনকোটি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ে এমডিআর এবং সিডিআর পর্যালোচনা সভা সম্পন্ন

আগরতলা, ১২ মার্চ: ঊনকোটি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণমান বৃদ্ধি এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসের লক্ষ্যে আজ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার মাতৃ মৃত্যু পর্যালোচনা এবং শিশু মৃত্যু পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার ভারপ্রাপ্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সন্দীপন ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সুজিত দাস এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে আগত ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২০২৫-২৬ সালের মৃত শিশু এবং মায়ের পরিবারের সদস্যরা, এলাকার আশাকর্মীগণ, এম.পি.এস., এম.পি.ডব্লিউ. গণ।

সভায় মূলত গত কয়েক মাসে জেলায় যে সমস্ত মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতিটি ঘটনা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। মৃত্যুর মূল কারণগুলি চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে তা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রামীণ স্তরে গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরিকাঠামো আরও মজবুত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রসবপূর্ব পরিষেবা (এ. এন.সি.) এবং সময়মতো রেফারেল ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলা হয়। প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তরে আশাকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও জরুরি অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হয়। হাসপাতালের লেবার রুম, এসএনসিইউ এবং জরুরি বিভাগের পরিষেবা আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিটি প্রাণ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমডিআর এবং সিডিআর পর্যালোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি খুঁজে বের করা এবং সেগুলিকে দ্রুত সংশোধন করে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করা। সভার শেষে জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে সকল স্তরের কর্মীদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

১৩ ও ১৪ মার্চ আগরতলার শিশু উদ্যানে ৪র্থ রাজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎসব

আগরতলা, ১২ মার্চ: রাজ্যের মৎস্যজীবীদের স্বাবলম্বী করতে এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ১৩ ও ১৪ মার্চ আগরতলার শিশু উদ্যানে আয়োজিত হবে ৪র্থ রাজ্যভিত্তিক মৎস্য উৎসব-২০২৬। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্য দপ্তরের সচিব দীপা ডি. নায়ার এ সংবাদ জানান।

তিনি জানান, ত্রিপুরার মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য উপাদান। রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৯৯.৩৫ শতাংশ মানুষই মৎস্যভোজী। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৮৯,২২৪.৪ মেট্রিক টন মাছ এবং ৪৫ কোটি ৯৩ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে চাহিদার তুলনায় প্রায় ৩২ হাজার মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি রয়েছে। যা অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হচ্ছে। তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে মাছ উৎপাদনে ত্রিপুরা বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

বিশালগড়ে ওষধ ব্যবসায়ীকে প্রাণনাশের হুমকি, মামলা

বিশালগড়, ১২ মার্চ : ওষুধ ব্যবসায়ীকে হত্যার উদ্দেশ্যে দোকানে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বিশালগড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার একটি ওষুধের দোকানে। অভিযোগ অনুযায়ী, অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি দোকানে ঢুকে দোকানের মালিককে প্রাণনাশের হুমকি দেয় এবং হামলার চেষ্টা চালায়। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

দোকানের মালিক উৎপল সাহা এ বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশ-এর অধীন বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগকারী জানান, কেন বা কী কারণে তার উপর এই হামলার চেষ্টা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়েও প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas